
উদ্বোধন
প্রবর্ত্তক
পাব্লিশিং হাউস


উদ্বোধন
প্রবর্ত্তক
পাব্লিশিং হাউস

উদ্বোধন

চৈত্র, ১৩২৬
প্রবর্ত্তক পাব্‌লিশিং হাউস
চন্দননগর

মূল্য পাঁচ সিকা

চন্দননগর, বোড়াইচণ্ডিতলা
প্রবর্ত্তক পাব্‌লিশিং হাউস হইতে
শ্রীরামেশ্বর দে
কর্ত্তৃক প্রকাশিত।





বিজ্ঞাপন

এই নাটকখানি রচনার কাল ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দ। সেই সময়ে বাংলার পল্লীতে পল্লীতে নাটকাভিনয়ের খুবই ধুম পড়িয়াছে, এমন কি স্কুলে কলেজেও ইহার প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছে—অনেক ক্ষেত্রে অভিভাবকগণ ইহার বিরুদ্ধে ঘোরতর আপত্তি তুলিয়াছিলেন। ঠিক এই সময়ে স্ত্রীচরিত্রবিহীন উচ্চ আদর্শপূর্ণ একখানি নাটক রচনার ইচ্ছা বলবতী হইয়া উঠে, তাহারই ফলস্বরূপ এই "উদ্বোধন"।

১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দেই আমার কয়েকজন বন্ধু ইহা অভিনয় করেন, সম্প্রতি এখানকার কয়েকজন যুবকের চেষ্টায় ইহার দ্বিতীয় অভিনয় সম্পন্ন হয়; ক্রমশঃ পুস্তকখানি ছাত্রগণের বিশেষ আদরের সামগ্রী হইয়া উঠিতেছে—এই অবস্থায় পুস্তকখানি মুদ্রিত করার প্রয়োজন বোধে ইহা প্রকাশিত হইল।

নাটকের মধ্যে কোন একটি চরিত্রে ব্রাহ্মধর্ম্মের উপর কটাক্ষপাত আছে, উহা সম্প্রদায়কে লক্ষ্য করিয়া নহে, ব্যক্তিগত চরিত্র চিত্রণের জন্যই ঐরূপ প্রদর্শিত হইয়াছে—পরন্তু ব্রাহ্মধর্ম্মের উপর লেখকের যথেষ্টই শ্রদ্ধা ও সম্মান বোধ আছে—একথা বলিয়া রাখা ভাল।

পরিশেষে বক্তব্য এই নাটকখানি উৎসর্গ মন্ত্রেরই সূচনা স্বরূপ, কেননা এই মন্ত্র যখন মূর্ত্ত হইয়া উঠে নাই, তাহার অনতিপূর্ব্বেই ইহা স্বতঃস্ফূর্ত্ত হইয়া প্রকাশ পাইয়াছিল। ইহা পাঠে পাঠকবর্গের মধ্যে নূতন মন্ত্রের কিঞ্চিৎ আভাষও যদি সমুদিত হয়, তাহা হইলে পুস্তক প্রকাশ সার্থক হইবে। ইতি—

গ্রন্থকার

১লা চৈত্র, ১৩২৬
চন্দননগর

অরবিন্দবাবুর স্ত্রীকে লেখা ক'খানি

বিখ্যাত চিঠি

অরবিন্দের পত্র

"অন্যলোকে স্বদেশকে
একটা জড় পদার্থ, কতগুলো মাঠ ক্ষেত্র বন
পর্ব্বত নদী বলিয়া জানে
আমি মা বলিয়া জানি"

প্রভৃতি

হৃদয়ের সেই গোপন কথাগুলি
যা দৈবক্রমে প্রকাশ হ'য়ে গিয়েছিল।
চিঠিগুলি যে-সব বিষয়ে
তা প্রত্যেকেরই জানা দরকার।
দু'খানি ভালো হাফটোন ছবি আছে।

দ্বিতীয় সংস্করণ

দাম পাঁচ আনা।

প্রবর্ত্তক পাবলিশিং হাউস, চন্দননগর

চরিত্র

রামদাস স্বামী, ধনাক্ষ্যাপা

রামধন বসু	...	জমিদার
ধীরেন্দ্রনাথ বসু	...	ঐ পুত্র
বীরেন্দ্রনাথ ঘোষ	...	প্রচারক ও এ্যাটর্ণি
সুধীরকুমার দত্ত	...	বীরেন্দ্রের বন্ধু
বিশ্বেশ্বর সরকার	...	রামধন বসুর নায়েব
ভূতনাথ	...	ঐ ভৃত্য
নীলমণি	...	উচ্ছৃঙ্খল যুবক

ভদ্রলোক, জনৈক বৃদ্ধ, কবিরাজ, ছাত্রগণ, জনসঙ্ঘ,
রাখালে চাষা, হরে, বেয়ারা, হরকরা,
পুলিশ ইত্যাদি—



উদ্বোধন



প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

নদীতীর

ধীরেন্দ্র ও বীরেন্দ্র

ধীরেন্দ্র—মিথ্যা কথা! কেবা স্রষ্টা? কোথা তার ঘর?
আজ অবধি নির্ণয় কি হয়েছে কিছু?
কিছুই না। প্রকৃতির বশে ফোটে ফুল,
বহে নদী তুঙ্গ শৃঙ্গ হ'তে, ধুয়ে দেয়
মেদিনীর সমতল শ্যামল অঞ্চল,
তরুকুল নিত্য শোভে নব কিশলয়ে,
গ্রহতারা আপনার নির্দ্দিষ্ট নিয়মে
বিচরণ করে শূন্যে। তৈলহীন হ'লে
নিভে যায় আপনি প্রদীপ, সেই মত

ফুরাইলে আয়ু, জীবনের হয় শেষ,
পঞ্চভূতে মিশে যায় নশ্বর শরীর।
বিদ্যা, ধন, জ্ঞান, মান, মানবের যত
কিছু আছে গুণরাশি, জীবনের শেষে
ভস্মে তাহা হয় পরিণত।

বীরেন্দ্র— সত্য সব
মানি, কিন্তু তুমি এইমাত্র নিজমুখে
করিলে স্বীকার, প্রকৃতি সমস্ত কার্য্য
করে সম্পাদন। জিজ্ঞাসি তোমায় এবে
কেবা সে প্রকৃতি? কেই-বা বিশ্বের রাণী?

ধীরেন্দ্র—প্রকৃতিরে দেবী বল কেন? মিথ্যা দিয়ে
সত্যেরে সাজাতে চাও—একি বিড়ম্বনা!
দেবি কোথা! অস্তগামী রবির কিরণ
পশ্চিম গগন হ'তে লোহিত বরণে
শোভে পল্লীবৃক্ষচূড়ে, ধনীর প্রাসাদ-
শীর্ষ সে রাগে রঞ্জিত হয়, নদী-নীর
চূর্ণ হীরকের মত উজলিয়া উঠে,
সন্ধ্যার উজ্জ্বল বর্ণে; রূপমুগ্ধ কবি
ভাবে বিরলে বসিয়া এ বুঝি দেবীর

রূপ—একি প্রহেলিকা ! সুন্দর বসন্তে
যবে বসুন্ধরা শুভ্র চন্দ্রালোকে, কুহু-
রবে মত্ত ত্রিভুবন ; ফুটন্ত মল্লিকা
মধুগন্ধে কেড়ে নেয় মানবের প্রাণ,
মলয় সমীর জগতেরে উদাসীন
করে—ভাবুক নীরবে আঁকে প্রকৃতির
সেই রম্য রূপে আপনার ভাবতুলি
দিয়া কমলার উজ্জ্বল মূরতি, শান্তি
কান্তি মাধুরীতে ভরা। এইরূপে মন-
গড়া আপনার মত কল্পনায় এঁকে
বসে দেবতার কায়া—একি ভ্রম নহে ?

বীরেন্দ্র—তোমারে বুঝাতে নারি। শিখিয়াছ বহু
কথা ; বাক্যজালে সত্যেরে চাপিয়া রেখে
জগতের চোখে ধুলি দিতে চাও। হেরি
বিশ্বরাজ্য, রাজারে কি মনে নাহি আসে ?
তৃণ হ'তে ব্রহ্ম আদি জগতের যাহা
কিছু, একভাবে অঙ্গুলিসঙ্কেতে স্রষ্টা
যিনি তাঁহারে দেখায়—বুঝে-ও বুঝ না
ভ্রান্ত তুমি !

ধীরেন্দ্র— ভ্রান্ত আমি বুঝেও বুঝি না!
কে আছে আমায় বুঝায়ে দেবে কুটিল
বিশ্বের রীতি ?

ধনা ক্ষ্যাপার প্রবেশ

ধনা— (গান)

যার কপালে যেমন বুদ্ধি ভাবনা তার তারি মত
আমার সোণার ঘরে ও আমার মন থাকনা কেন প্রেমে রত।
ভাবনা কেন তোর সারা বেলা, দুনিয়ায় কেউবা গোরা
কেউবা কালা।
মোহন বাঁশী বাজছে সদা, শুনেও তুমি বুদ্ধিহত।
বাঁশী বাজে সাঁঝে সকালে, শোনে এরা দিন ফুরালে
তুই বাঁশীর রাগে অনুরাগে মেতে থাক্না অবিরত।
হেথায় কেউবা রাজা কেউবা প্রজা, জন্ম অন্ধ
সে পাচ্ছে সাজা।
তোর কারিকুরির বলিহারি, পাগল আমি বুঝ্‌ব কত।
পাগলের ত দিন ফুরাল, কালের কোলে দেখাস্ আলো
পরলোকের নাচ দুয়ারে বাজাস্ বাঁশী মনের মত।
[প্রস্থান]

ধীরেন্দ্র— কে এ উন্মাদ রহস্যের
ছলে সংশয়ের সব তারে হেনে গেল

ভীষণ অশনি, আজন্মের যত মম
সঞ্চিত ধারণা, কঠিন প্রস্তর সম
ছিল রুদ্ধ হৃদয় মাঝারে, একে একে
টুটিল সকলি, ধবল তুষার যথা
গলে' পড়ে গিরিশির হ'তে। বোঝাহীন
মুক্ত হৃদিমাঝে ফুটে উঠে কার যেন
জ্যোতিস্ময় পবিত্র মূরতি। দূর কর
বৃথা চিন্তারাশি। এ বিপুল বিশ্বরাজ্য-
মাঝে কত ক্ষুদ্র কত হীন উন্মাদের
অর্থশূন্য প্রলাপবচন—যাহে টলে
আপনার হৃদয়বিশ্বাস, যুক্তিবলে
যাহারে রেখেছি বুকে প্রাণের অধিক
করি। পরলোক! স্বার্থপর সমাজের
মনগড়া বিধি!

বীরেন্দ্র— বুঝে দেখ ভাল করে'—

ধীরেন্দ্র—(বাধা দিয়া)

রাখ তব বাক্যছলা। হের প্রকৃতির
হাসি। উদিল আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ
হাসায়ে মেদিনী শ্যামা। চল যাই গীত-

বাদ্যে মাতাই চঞ্চল মতি, ভুলে যাই
জগতের যত কিছু আছে কূটনীতি।

[উভয়ের প্রস্থান]

দ্বিতীয় দৃশ্য

রামধন বসুর চণ্ডিমণ্ডপ

রামধন ও রাখাল

রামধন—ওটি আমা হ'তে হবে না। টঙ্কা প্রতি দুই আনা, এ তো বেশী ব্যাজ নয়; পঁচিশ টাকায় প্রতি মাসে তিন টাকা দু' আনা, বছরেতে হ'ল গিয়ে সাঁইত্রিশ টাকা অষ্ট গণ্ডা পয়সা। বাপু, কড়ায়-গণ্ডায় সুদে-আসলে মিটিয়ে দিয়ে বাড়ী চলে' যাও। হরি, হরি, কি দায়েই পড়েছি।

রাখাল—কর্ত্তা, আমি গরীব। ফসল কুটো জল বিনে জ্বলে গেল, তা না হ'লে কোন্ সনে টাকার জন্যে

আপনার পায়ে পড়ি ? গত সন কর্ত্তা ফসল বেচে মায় সুদে-আসলে সব শুধে গেলুম। দেবতায় না মেলে এত কথা আপনাকে বল্‌তে হ'ত না।

রামধন—বাজে কথা রাখ্, রাখাল। টাকা থেকে টাকা করেছি—কোটা বানিয়েছি, বুদ্ধির জোরে গ্রামের ভেতরে দশটার মধ্যে একটা হয়েছি, আমায় ঠকাতে তুমি পার্‌বে না।

রাখাল—ঠকাঠকির কথা এর ভেতর কিছু নেই। এই সন আসল নিয়ে সুদের রেহাই আমায় দিতেই হবে।

রামধন—তোর জোর নাকি ? প্যাজি ব্যাটা, ছুঁচো ব্যাটা, যতদূর মুখ ততদুর কথা! হারামজাদার আস্পর্দ্ধা দেখ! টাকা দিয়ে আমি যেন চোর দায়ে ধরা পড়েছি। কে আছিস্ রে, ব্যাটাকে থামে বেঁধে জুতো মার্ ত। ভূতো, শুনে যা। ব্যাটা—

ভূতনাথের প্রবেশ

রামধন—বল্ ব্যাটা টাকা দিবি কি না ?

রাখাল—কর্ত্তা, আমি টাকা না দেবার কথা কচ্ছি কি ?

সুদ দিতে এ সন পারব না। আপনি মা বাপ, আপনার করুণায় করে' খাই, মিছে কথা আপনার কাছে কইব না; ফসল যা হয়েছিল বেচে কিনে দশ গণ্ডা টাকা হ'ল না, আসল শুধে সাঁত বছরের খরচ রাখ্‌তে টানাটানি হচ্ছে।

রামধন—ওরে নচ্ছার নেমকহারাম জুয়াচোর, টাকা ঘরে পুরে আমার কাছে নাকে কেঁদে ফাঁকি দিতে এসেছিস্? ভূতো, ব্যাটার পিটে দশ কোঁড়া লাগা ত, জ্বালার চোটে বাড়ী ঘর বেচে টাকা শুধ্‌বেই শুধ্‌বে।

ভূতনাথ—কি কও?

রাখাল—হা আল্লা, আমায় মানুষ করে' কেন পাঠিয়েছিলে? এর চেয়ে বলদ হওয়া ছিল ভাল।

রামধন—বাজে কথা ছাড়্, মার খেয়ে গতর যাবে। মানে মানে এখন টাকা দে, না-হয় ফসল তুলে আমার উঠোনে ফ্যাল, বেচে কিনে যদি বাড়ে, বাড়্‌তি টাকা তুই পাবি।

রাখাল—বারে বারে সে ঠকেছি, কর্ত্তা। গতর খাটিয়ে রোদ জল সয়ে মাঠে পড়ে' পেটের খোরাক বায়

কব্‌তে পারিনে। আমায় মারুন আর বাঁধুন, এই পঁচিশ টাকা রইল, বেগুণ বেচে সুদের টাকার কিছু শুধে যাব।

রামধন—ভূতো, ধর ব্যাটাকে। ক' ব্যাটা ব্যাপারী জুটে চাষার পোদের মাটি করেছে।

(ভূতনাথ রাখালের হাত ধরিল)

রাখাল—হুজুর ছাড়্‌তে বলুন—এ কোম্পানির বাজ্যি, টাকা ধারি, ইংরেজের কাছারি আছে।

বামধন—বটেরে শালা—

(ভূতনাথ রাখালকে প্রহার করিল)

রাখাল—ওরে বাপ্‌রে, খুন কর্‌লে রে।

ধীরেন্দ্রের প্রবেশ

ধীরেন্দ্র—একি! পিতা, একি অত্যাচার? একে জীর্ণ
অনশনে, শীর্ণকায় দারিদ্র্য-পীড়নে,
তার পরে এত অত্যাচার! হায় অর্থ!

রাখাল—বড় বাবু, রক্ষা করুন।

ধীরেন্দ্র—ভূতনাথ, শুন কথা, ছেড়ে দাও ওরে।
চিরদুঃখী জনে এ শাসন কেন পিতা?

রামধন—কেন'র উত্তর নেই। সংসার ত মাথায় নেই তা হ'লে বুঝ্‌তে। ভুতো, খবরদার ছাড়িস্‌নে ব্যাটাকে—মার্‌ শালাকে!

রাখাল—হুজুর!

ধীরেন্দ্র—এই কি সংসার! সংসার কি জগতের
এত নীচ, এত দয়াহীন, এত স্বার্থ-
প্রিয় নির্ম্মম অধম! কেঁদে মরে এক-
দিকে শক্তিহীন প্রজা, প্রবলের অন্য-
দিকে ঘোর অত্যাচার, একদিকে আর্ত্ত-
কণ্ঠে করুণ ক্রন্দন, অন্যদিকে স্বার্থে
ভরা কুটীলের হাসি। তাই বটে! অতি
ক্ষুদ্র শিশু হ'তে অতি বৃদ্ধ বুদ্ধিমান
পণ্ডিত অবধি শুধু আপনার দিকে
চায়, অপরের কত দুঃখ কভু নাহি
দেখে। এই যে দরিদ্র, অনশনে কাটে
যার অর্দ্ধেক জীবন, ক্ষুদ্র জীর্ণ গৃহ
তৃণশূন্য, বরষার জলে ভেসে যায়
কুটীর অঙ্গন, আতপের তাপ নাহি
সহে, পুত্র পরিজন লয়ে অতি কষ্টে

করিতেছে জীবন যাপন। আর আমি
মুনিজন-মনোলোভা রম্য কক্ষমাঝে
বিলাস-পঙ্কিল-পঙ্কে রাজভোগে আছি,
বারেকের তরে ভাবিনে স্বপনে কভু
কার শ্রমে করিতেছি এত সুখ ভোগ।
ওরে ওরে সরল কৃষক, এ সকলি
তোরই পরিশ্রমে, তোরই প্রতি রক্ত-
ধারা পরিপুষ্ট করে আমাদের। চূর্ণ
করি দেহযষ্টিখানি, ঘোর পরিশ্রমে
নিয়ত আছিস রত বিলাসীর অর্থ-
সমাগমে। পিতা, পিতা, ছেড়ে দিন এরে,
এর ঋণ আমিই করিব পরিশোধ।

রাখাল—বড়বাবু, বড়বাবু, দয়ার সাগর—

রামধন—থাম্ ব্যাটা, বড়বাবু তোর বাবা! ওরে বোকা ছেলে, পয়সার কাজে দয়া কর্‌তে নেই। শালা, টাকা দিবি কি না?

(রাখালকে পুনরায় প্রহার)

ধীরেন্দ্র—অতি অত্যাচার! এস তুমি হে দরিদ্র
ভারতের ভিত্তিভূমি, তোমারে দেখিনি

বলে' দিনে দিনে শক্তিহীন মোরা, ওরে
উপেক্ষিত, তোমাদের নীরব ক্রন্দন
হাহাকার করিল সৃজন, শস্যপূর্ণা
বঙ্গভূমি মরুময় শ্মশানের প্রায়।

[রাখালকে লইয়া ধীরেন্দ্রের প্রস্থান]

রামধন—হারামজাদা ভূতো, ছেড়ে দিলি! একটার তরে সব শালা বিগ্‌ড়ে দাঁড়াবে। টাকায় দু' আনা ব্যাজ ইংরেজের আদালতে গ্রাহ্যই কব্‌বে না। বাপ-পিতামহ এম্‌নি করে' কারবার চালালে, আর এ ব্যাটা কলির পেল্লাদ, ধম্মের মাতুখুড়ো, ব্যবসা বুঝ্‌লে না। হরি, হরি, যা শালা, হুতুমের মত আর দাঁড়িয়ে ভাব্‌তে হবে না। যাঃ!

ভূতনাথ—(স্বগত) এমন বাপের অমন ব্যাটা!

[ভূতনাথের প্রস্থান]

রামধন—হরি, হরি। যাই জপে বসি গে। হা গুরু-দেব! হরি, হরি।

[প্রস্থান]

তৃতীয় দৃশ্য

বীরেন্দ্রনাথের বৈঠকখানা।

বীরেন্দ্র ও সুধীর

বীরেন্দ্র—(সুরা পান করিতে করিতে) দেখ সুধীর, আমরা স্ত্রীজাতির প্রতি যথেষ্ট সমাদর করি না, এটা যে সমাজের মধ্যে কত বড় দোষ, তা তোমায় কি বল্‌ব। মানুষ হ'য়ে জন্মালে কি হবে? হত-ভাগা দেশের দোষে বঙ্গরমণীরা পশুর অধম হ'য়ে আছে। না আছে শিক্ষা, না আছে স্বাধীনতা, না আছে তাদের মনে এতটুকু ধর্ম্মভাব। শুধু অন্ধকার, নিবিড় অন্ধকার, ঘোর অসভ্যতা, পাশবিক অত্যাচার!

সুধীর—Capital, Capital. নাও বাবা ওটুকু খাও, গেলাস দাও।

(বীরেন্দ্র মদ্য পান করিলে পর সুধীর গ্লাস লইল)

বীরেন্দ্র—সুধীর, সুধীর, দুঃখানলে ফেটে যায়
প্রাণ। হায় ভগ্নিগণ! পিঞ্জরে আবদ্ধ
বন্য বিহঙ্গিনী মত চেয়ে আছ বজ্রে

গড়া পুরুষের মুখপানে, জীবনের
সব আশা করিয়া নির্ভর। ওহো! সে যে
নির্ম্মম কঠোর অতি, অতি অর্ব্বাচীন।
কে বুঝিবে মরম বেদনা তব। হায়
ভগ্নী শ্বেতদ্বীপে চল চলে' যাই, হেথা
আর কিবা প্রয়োজন। দরিদ্র ভারত!
"স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায়!"—

সুধীর—এ কি বাবা? এক গেলাসেই দেয়ালা দেখ্‌ছ। কোত্থেকে কোথায় বাবা! গুল্‌জার দিল্লী যেতে যেতে একেবারে উলুবেড়ে!

বীরেন্দ্র—হাঁ হাঁ, বল্‌ছিলুম, সুধীর এটা কর্‌তেই হবে। দেশকে enlightened কর্‌তে হ'লে আগে Female education দিয়ে তাদের স্বাধীনতা দিতে হবে। চিরকাল তাদের দাসী করে' রাখ্‌লে ভগবানের চক্ষে আমাদের মহাপাপে পড়্‌তে হবে।

সুধীর—না বাবা, অন্য আড্ডার সন্ধান দেখ্‌তে হ'ল। তোমার খাপছাড়া আজগুবি খেয়ালের মর্ম্ম উপলব্ধি কর্‌তে কর্‌তেই আমার নেশার দফা গয়া হ'ল। একটু থামো না বাবা। (মদ্যপানের উদ্যোগ)

বীরেন্দ্র—শোন্, শোন্, অসভ্য বর্ব্বর, দেখ্ চেয়ে সারা বিশ্ব পানে—"সবাই উন্নত, সবে ভাসে জ্ঞানের আলোকে, ভারত কেবল ঘুমায়ে রয়!"

সুধীর—"অসভ্য জাপান তারাও স্বাধীন, তারাও প্রধান, ভারত শুধুই পিছায়ে রয়!"

বীরেন্দ্র—এ কি?

সুধীর—কেন? আমি কি কিছু জানি না।

বীরেন্দ্র—সুধীর, দেশের কথা কি এক মুহূর্ত্তও ভাব না?

সুধীর—না বাবা, বেয়াড়া করে' তুল্লে। বীরেন বাবু, ওসব তোমায় ভাব্তে টাব্তে হবে না, তোমায় ত আমি জানি—চালাও বাবা, চালাও—

বীরেন্দ্র—সুধীর, তুমি কি মনে কর আমি তোমার মত অপদার্থ?

সুধীর—আরে বাপ্রে! কে বলে? যাক্, নেশা জমে নি। (মদ্যপানের উদ্যোগ)

বীরেন্দ্র—(সুধীরকে ধরিয়া) শোন, দেশব্যাপী একটা প্রবল আন্দোলন করে' তুল্তে হবে। Female education চাইই। ঈশ্বরের বিধানে এমন স্বার্থ-পরতার কথা কখনই লেখা নাই।

সুধীর—(বিরক্তির স্বরে) না বাবা, তোমার থাঁটি রইল ; তোমার সঙ্গে পোষাবে না। বাঘে নেয় সে ভালো, বাঘ সেজে যে হুমকি দেখায় সে প্রাণে সইবে না। দেখ বীরেন, আমি সিদে লোক, খোসামোদ করে' যে মদ মার্‌তে আসি তা মনে কোরো না ; ছেলে বেলার বন্ধুত্ব, দেখ্‌ছি বাপের পয়সা বরবাদে দিচ্ছ, কাজেই যাতে তা'র সদ্ব্যবহার হয় অর্থাৎ আমার মত ভদ্রলোকের, বুঝেছ—

(পুনরায় মদ্যপানের উদ্যোগ)

বীরেন্দ্র—আগে বল আমার কথাগুলো সত্য কি না ? এই যে দেশের—

সুধীর—(গেলাস রাখিয়া) রইল তোমার গেলাস। দেশের কথা তোমার মুখে সাজে না। ব্রাহ্মসমাজে ঢুকেছ, বেশ করেছ। যার চরিত্র নেই, তা'র বল্‌তে কিছু নেই, দাঁড়াবার স্থানটুকু নেই। ধীরেন আমরা সোণার চরিত্র খুইয়েছি। সমাজের এক কোণে অন্ধকার পানে নর্দ্দমার ধারে আমাদের পড়ে' থাকাই শ্রেয় ; তাই তোমায় বলি ওসব বার-

ফট্টাইগুলো ছেড়ে দাও—আমরা দেশের কোন কাজেই লাগ্‌ব না।

হরকরার প্রবেশ ও বীরেন্দ্রকে পত্র দিয়া প্রস্থান

বীরেন্দ্র—(পত্রপাঠ করিয়া) :মূর্খ, এই দেখ দেশমাঝে আমাদের কত বড় প্রতিষ্ঠা লাভ হয়েছে। আগামী রবিবার এক ধর্ম্মসভা হবে, আমায় তা'তে সভাপতি নির্ব্বাচন করেছে।

সুধীর—এইবার বুঝিলাম অধঃপাতে গেছে
ধর্ম্মভূমি। তাই বটে! তা না হ'লে যেই
দেশ এক কালে ধনধান্যে কমলার
অক্ষয় ভাণ্ডার ছিল, এবে অন্নহীন
মরুভূমি কেন হবে? বিদ্যার গৌরবে
ছিল উচ্চে ভারতের নির্দ্দিষ্ট আসন,
জননীর পাদমূলে শোভিত পণ্ডিত-
জন ভবভূতি কালিদাস সম; এবে
অজ্ঞানের অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন সারা
দিক; ধর্ম্মের মন্দিরে তোমারে বরিল
লোকে সভাপতিপদে? নরকের দ্বার

বুঝি খুলিয়া দিয়াছে সয়তান! পুণ্য-
পীঠ এ ভারতের পর্ব্বে পর্ব্বে করিয়া
আশ্রয়, পাপ বুঝি সৃষ্টি নাশে হয়েছে
উদ্যত, তাই হেরি অসদৃশ ঘটনা
এমন। হা ধিক! অন্ধ আঁখি দেশবাসী,
ভণ্ডজনে সাধুর সম্মান করে—হায়
ধর্ম্মহীন বঙ্গভূমি রসাতলে গেল! [প্রস্থান]

বীরেন্দ্র—ফেটে মরে' গেল, ঈর্ষায় ফেটে মরে' গেল। যাক্ মদ্যপান দোষটায় একটা ঢাকা দিয়ে দিতে হবে, তা না হ'লে আচার্য্যই হওয়া যাবে না। কথাটা প্রকাশ হ'তেই বা কতক্ষণ, আর যে সুধীর, ঢাক বাজিয়ে দেবে। তার পর fine art-এর মত ভেতরে যাই থাক্ না, সে আর কে দেখ্‌তে আস্‌ছে বল। আর মদ খাওয়া, health এর জন্যে।

চতুর্থ দৃশ্য

পথের একাংশ

নীলমণি

নীলমণি—না বাবা, আজ আর নেশার জোগাড় হ'ল না। হাত টান, তার সকল দিকেই টান। কি গুখুরি করেই এ ব্যবসা স্থরু করেছিলুম, বুকের দুড় দুড়ুনি ত আছেই, তার ওপর ধরা পড়্‌লে গোবেড়েন পিটুনি। তাইত করা যায় কি ? নিদেন ছটা পয়সা ত চাই। গাঁজায় রস নেই, বেজায় বেয়াড়া নেশা। হয়েছে, হয়েছে, এক ব্যাটা মাতাল না ? রাতও অনেক হয়েছে, রাস্তায় লোকজনও বড় একটা নেই। সহজে স্থবিধা না হয় শেষকালে বল-প্রয়োগ।

সুধীরের প্রবেশ

সুধীর—কে বাবা ! মামার মতন নয়।

নীলমণি—আজ্ঞে হ্যাঁ।

(সুধীরের পকেটে হাত দিবার উদ্যোগ)

সুধীর—বাঃ বাঃ বড় মিশুক ত।

(নীলমণি সুধীরের পকেট হইতে ব্যাগ তুলিয়া লইল)

এস বাপ খাঁটি খাওয়াই (নীলমণির হস্ত ধারণ) এ কি পেঁচি মাতাল পেয়েছিস্? পাহারাওলা! পাহারাওলা!

(নীলমণির বলপ্রকাশ)

সুধীর—হচ্ছে না চাঁদমণি, এখানে জোর খাট্‌ছে না। পাহারাওলা—

নীলমণি—দোহাই মশাই, ছেড়ে দিন। বাজে কেন, কিছু ত হাতাতে পারি নি।

সুধীর—কোথায় এসেছিস্ জানিস্? ব্যাটা আনাড়ি! ছাড়া হচ্ছে না। পাহারাওলা?

(নেপথ্যে কোলাহল)

কিসের গোল?

জনৈক ব্যক্তির প্রবেশ

সুধীর—কিসের গোল মশাই?

আগন্তুক—একটা বুড়ো গাড়ি চাপা পড়েছে। গাড়িখানা হাঁকিয়ে বেরিয়ে গেল। এক ব্যাটাও বিটের কনেষ্টবল নেই—যাই থানায় খবর দিয়ে আসি।

পায়ের উপর দিয়ে গাড়িখানা গেছে, বুড়ো পড়ে' কাতরাচ্ছে। [প্রস্থান]

(সুধীর ও তৎপশ্চাৎ নীলমণির প্রস্থান। একটি বৃদ্ধকে ধরাধরি করিয়া সুধীর ও নীলমণি পুনরায় প্রবেশ করিল। বৃদ্ধকে মাটিতে রাখিয়া)

সুধীর—তাইত, রাতও অনেক হয়েছে—পাড়ার লোক-জন সব ঘুমুচ্ছে—কলেও জল নেই। এখন জলই বা কোথা পাওয়া যায় ?

নীলমণি—দাঁড়ান, আমি জোগাড় দেখ্‌ছি। [প্রস্থান]

বৃদ্ধ—বাবা গো ?—

সুধীর—ভয় নেই। আঘাত বড় বেশী নয়, বেঁধে দিলেই যন্ত্রণা কম্‌বে। কনেষ্টবল এলেই হাঁস-পাতালে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

(জল লইয়া নীলমণির প্রবেশ)

একটু ছেঁড়া ন্যাকড়ার দরকার।

নীলমণি—নিন্ না।

(নিজের কাপড় হইতে খানিকটা ছিঁড়িয়া দিল)

সুধীর—আহা করেছ কি ? তুমি গরীব—

নীলমণি—আজ্ঞে ছিঁড়ে ফেলেছি, আর কি হবে।

সুধীর—(বৃদ্ধের পায়ে কাপড় জড়াইয়া দিয়া) চল, এইবার আস্তে আস্তে এ'কে পৌঁছিয়ে দিই, ব্যাটারা কখন যে আস্‌বে তার ঠিক কি !

নীলমণি—এই যে এসেছে, একখানা ঠিকে গাড়ীও এনেছে। চড়িয়ে দেওয়া যাক্।

(বৃদ্ধকে লইয়া সুধীর ও নীলমণির প্রস্থান। কিছুক্ষণ বাদে উভয়ের পুনঃ প্রবেশ)

সুধীর—শোন, তুমি যে পালালে না ?

নীলমণি—আজ্ঞে এমন বিপদ দেখে পালাতে ইচ্ছে হ'ল না।

সুধীর—তুমি চুরি কর কেন ?

নীলমণি—ব্যবসা।

সুধীর—ও ব্যবসা ছেড়ে দাও।

নীলমণি—আজ্ঞে, ব্যবসা কি বন্ধ দিতে আছে ?

সুধীর—আমার কথা শোন, চুরি করা মহাপাপ, ও ব্যবসা ছাড়। তোমার প্রাণ আছে, তুমি অতি উদার—চোরের হৃদয় এত বড় আমি তা জান্‌তুম না।

নীলমণি—আজ্ঞে মদ খাওয়াও ত পাপ, আপনি ত তোফা গোলাপি নেশায় ভরপূর। ও-সব বাজে কথা ছেড়ে

দিন, যার যা বিদ্যে সে কি তা ছাড়্‌তে পারে? আমার ঐ হ'ল দিন গুজরানের উপায়, ও বন্ধ কর্‌লে আমায় অনাহারে মর্‌তে হবে।

সুধীর—সত্য কথা। এই টাকা নাও, আমি তোমার কাজে সন্তুষ্ট হয়েছি।

নীলমণি—আমি ভিখিরি নই, আর কাজটাও আপনার করি নি। অমন দু দশটা কাজ প্রায়ই করে' থাকি, তার পুরস্কারের আশা আমি রাখি না। ইচ্ছে কর্‌লে এমন কাজ করে' আমি অনেক পয়সা রোজগার কর্‌তে পার্‌তুম, কিন্তু তা কর্‌ব না। দরিদ্রই উপকারের আশা করে, ধনীদের বিপদে অনেক মোসাহেব জোটে। একটা লোক মর্‌লে বাবু ভায়েরা কাঁধ দেয়, গরীবের মড়া কেউ ছোঁয়ও না। উপকারের পুরস্কার নিতে হ'লে যাদের দুবেলা পেট ভরে' অন্ন জোটে না, তাদেরই ঘাড় ভাঙতে হয়, ওতে আমি রাজি নই। চুরিই শ্রেয়ঃ, এতেই চালাচ্ছি, এতেই চলে' যাবে—ধরা পড়ি, জেল খাট্‌ব, তা'ও বার কতক হয়েছে।

সুধীর—অদ্ভুত প্রকৃতি!

নীলমণি—ভিক্ষা কর্‌ব না, অপদার্থই ভিক্ষা করে' থাকে। চুরি করি অপদার্থ বলে' নয়, এতেও শিক্ষা আছে, যে-সে চোর হ'তে পারে না। আর কি জানেন? একটা অভ্যাস—হাজার টাকা আপনি আমায় হাত তুলে দিন, আমার নিতে কুণ্ঠা হবে, কিন্তু পকেট মেরে অনায়াসেই নেব, তা'তে সুখ বৈ মনে দুঃখ হবে না। যান মশায়, বাজে সময় গেল, পয়সার যোগাড় দেখি। [প্রস্থান]

সুধীর—দুনিয়ায় অনেক রকম লোক দেখেছি, এর ভেতর কিন্তু একটু বিশেষত্ব আছে। সংসার বোঝা দায়, বুঝ্‌তে মাথা ঠিক্‌রে যায়।

পঞ্চম দৃশ্য

নদীতীর

ধীরেন্দ্র

ধীরেন্দ্র— ওয়ি স্রোতস্বিনি! বহ কি আপন মনে
কিম্বা কেহ জীবের মঙ্গলতরে বলে'

দেছে গোপনে তোমার কাণে, প্রাণপণে
করিবারে পর উপকার। আপনার
হৃদিগত পুণ্যবারিদানে, সুশোভিছ
তটভূমি শ্যামল অঞ্চলে ; ফলফুলে
হাসাও মেদিনী। স্নেহময়ী মা যেমন
নিরখে শিশুর মুখে স্বর্গের সুষমা-
মাখা প্রাণপোরা হাসি, হৃদয়ের সুধা-
ধারা যতনে প্রদানি'—শ্যামলা ধরণী
মাগো, তোমারি কল্যাণে। কহ দেবি কোন্
জন ধরণীর রাজা ? সংশয়ে দুলিছে
প্রাণ, অবিরাম হৃদিমাঝে বহিতেছে
ঝটিকা বিষম, প্রলয়ের কালে যথা
পৃথিবীতে পবনের তাণ্ডব নর্ত্তন।
জগতের জ্ঞানে এপ্রশ্নের সদুত্তর
মিলিবে না জানি। বৃথা এ ভাবনা। কোন্
দিন চিন্তাকীট দংশিবে জ্ঞানের মূলে,
উন্মাদ হইয়া যাব, অন্ধ বিশ্বাসের
বশবর্ত্তী হ'য়ে হেরিব কুহকরাজ্য,
মেনে লেব দেবতার পবিত্র আসন।

না, না, তাহা কভু হইবে না। চমৎকার
এ ভুবন, যদি কেহ করেছে সৃজন,
মহাজন অদ্ভুত পুরুষ তিনি। আমি
তাঁর করে গড়া, অবশ্যই স্নেহধারা
নিয়ত বর্ষিছে শিরে। সর্ব্বস্ব তেয়াগি'
ধাই যদি তাঁর দিকে, অতুলন সেই
এ বিশ্বের রাজা করুণায় কোলে তুলে
লইবে নিশ্চয়। কিন্তু কে মিটাবে মম
সংশয় বিষম ? কার এ মধুর কণ্ঠ ?

ধনা ক্ষ্যাপার প্রবেশ

ধনা— (গান)

এ যে বাঁধে বিষম বেড়া।
পাগল মনের দফারফা, বন্ধভূমি আগাগোড়া।
ধ্যান ধারণায় ও আমার মন চিত্তশুদ্ধি করে' নেনা,
তোর হৃদাকাশে উঠ্‌বে ভেসে সোণার কমল তা জাননা ॥
তখন সংশয় বাঁধন হবে খতম, মনটি রবে সদাই ঘেরা,
(তোমার) ছুটোছুটি যাবে ছুটে, বলরে মুখে তারা তারা ॥

[প্রস্থান]

ধীরেন্দ্র— চিত্তশুদ্ধি ? কিসে হবে চিত্তশুদ্ধি ? ধ্যান
ধারণায় ? হ'তে পারে। কিন্তু সংশয়ের

অন্ধকারে আবৃত হৃদয় বুঝিতে না
পারি কার ধ্যানে হব রত, ধারণায়
কাহাকে রাখিতে হবে। পৃথিবীটা যেন
কিছু নয় সব শূন্য, মিথ্যা মায়াভরা।
নিদাঘ-মধ্যাহ্নে সাহারার অন্তহীন
মরুভূমিমাঝে তপ্ত সূর্য্যে শুষ্ককণ্ঠ
হইয়া পথিক প্রজ্জ্বলিত মরীচিকা
হেরি ধায় নদী ভ্রমে, অবশেষে কত
বার প্রতারিত হ'য়ে ত্যজে শ্রান্ত দেহ,
প্রাণবায়ু মিশে যায় অনন্ত পবনে।
সেই মত সুখের আশায় এ সংসারে
যে দিকে ফিরিয়া চাই, হেরি চক্ষে ছবি
নৈরাশ্যের, টুটে যায় সুখের স্বপন,
দারুণ দুঃখের ভারে দেহ ভেঙে যায়।
পিতামাতা স্নেহের বন্ধন খ'সে পড়ে
আঁখির নিমিষে, পুত্র-পরিজন কেহ
কার না হয় আপন, সব জন মোহ-
ডোরে বাঁধা। আমিও ত নহি আপনার।
এ শরীর মিশে যায় ধূলারাশি মাঝে,

আমি বলে' কাহারে বা করিব যতন!
সব বৃথা! সকলি অলীক! সত্য কিছু
নাই? না, এও কি হইতে পারে? এই যে
ভুবন পরিপাটী অলঙ্কৃত বিবিধ
ভূষণে, গিরি-নদী প্রস্রবণ বিচিত্র-
দর্শন, কুসুমিত বনভূমি, সাগর-
মেখলা, সুদর্শন সীমাহীন সুনীল
গগন, কোটী কোটী গ্রহতারা, প্রদীপ্ত
ভাস্কর, সবই মিছে? ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অণু
পরমাণু এক সঙ্গে মিশে গড়িতেছে
প্রতিদিন সুন্দর শরীর, কীট হ'তে
মানব অবধি; বিমোহন ঊষা-ছবি,
সন্ধ্যারাগে উজ্জ্বল গগন, জ্যোছনায়
মাখা সুশোভন চাঁদিনী রজনী, প্রতি
দিন প্রকৃতি দেখায় ভবে যত লীলা
খেলা, সকলি কি অর্থহীন কুহকের
ছবি? আর্য্য ঋষিগণ অসার সংসারে
দু' দিনের তরে এসে গড়েছেন এত
বিধি কিসের কারণ? সদাচার যাগ

যজ্ঞ ইন্দ্রিয় সংযম মানবের আছে
যত সাধনার ধন, মিছে যদি এই
ত্রিভুবন, কি কারণ সাধনায় তবে ?

ধনা ক্ষ্যাপার পুনঃ প্রবেশ

ধনা— (গান)

ঘুচে গেল ভবের বন্ধন, ফাঁদ থেকে তুই সরে' আয়
এ যে লোহা দিয়ে বিধির বাঁধা, সোজায় কেউ কি
ছাড়ান পায় ।

ধীরেন্দ্র— কে তুমি হে অজ্ঞাত পথিক, চপলার
মত চকিতে দর্শন দিয়ে, অন্ধকার
হৃদয়-মন্দিরে শুভ্রজ্যোতিঃ পরকাশ
কর ?

ধনা— (গান)

আমি ক্ষ্যাপা ভবঘুরে, কেউ ফেরে না আমার সাথে
জ্ঞানের বাতি জ্বালিয়ে দিয়ে চলেছি এই সোজা পথে ।

ধীরেন্দ্র— ওহে মহাজন, শুধাই তোমারে
এ সংসারে সত্য কিছু আছে কিনা ?

ধনা— সত্য !

ছিনু গৃহবাসী, হয়েছি উদাসী, দেহ
মন সঁপিয়াছি অপরের পায়, আমি
বলে' অহং-এরে করেছি বিদায়। ফিরি
নিত্য, নিত্য যেথা জীবের অস্তিত্ব করে
ক্ষয়, ধনী মানী পথের ভিখারী সম-
ভাবে পায় ক্রোড়, মায়ার ক্রন্দন শূন্যে
মিশে যায়, মহাকাল তাথিয়া তাথিয়া
নাচে, পঞ্চভূতে করে হুড়াহুড়ি, তবু
সত্যে না পাই দর্শন। আর তুমি অন্ধ
নর, ঘুরে মর মোহ আবর্ত্তনে, প্রতি
পদে নিয়মের বেড়া, শিহর মৃত্যুর
কথা হইলে স্মরণ, তুমি চাও সত্য
দেখিবারে ? সত্য শিব, সত্যই সুন্দর,
অবিরত ভ্রমে ক্ষ্যাপা সত্যের সন্ধানে।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

ছাত্রাবাস

মেসের ছাত্রগণ

১ম ছাত্র—যাই বল লেকচার খুবই ভালো হয়েছে, এ না বল্‌লে চলবে না। তবে subject বড় শক্ত, আমরা ভালো বুঝ্‌তে পারি নি, আর না বুঝ্‌লে ও-নিয়ে তর্ক করা যায় না।

২য় ছাত্র—তুমি থামো। আমার কথা শোনো, বীরেন্দ্র-বাবু ধার্ম্মিক বিদ্বান্ বক্তা, তাই বলে' তিনি যা বল্‌বেন, সেইটাই ত অভ্রান্ত সত্য হ'তে পারে না।

১ম ছাত্র—ধার্ম্মিকই কিসে বাবা, একটি কুষ্মাণ্ড, একটি অপদার্থ। যথার্থ যদি ভণ্ডের Incarnation দেখ্‌তে চাও, ত সে ঐ বীরেন্দ্রবাবু।

৩য় ছাত্র—তুমি একটি আস্ত গাধা, নিন্দুক! লোকের সবিশেষ না জেনে ও রকম কেচ্ছা করা কোনো মতেই কর্ত্তব্য নয়।

১ম ছাত্র—আচ্ছা বাবু, তুমিই বা কেমন করে' জান্‌লে তিনি মস্ত ধার্ম্মিক। তুমি ওঁর moral character study করেছ?

৩য় ছাত্র—আমি ত তা বলিনি, আমি বলেছি বীরেন্দ্র-বাবুর বক্তৃতাটি সারগর্ভ হয়েছে, অনেক শেখ্‌বার আছে। আর বীরেন্দ্রবাবু যখন বলেন, তখন কেমন একটা উৎসাহের স্রোত ব'য়ে যায়। সবাইকে মুগ্ধ কর্‌তে পারেন, এ বড় কম ক্ষমতা নয়, এ-কথার প্রতিবাদ কর্‌তে চাও?

১ম ছাত্র—নেহাত মূর্খ তারাই ওঁর লেক্‌চার শোনে। মানুষ কি আর ও সব শোনে? চর্ব্বিত চর্ব্বণ মানুষে শুন্‌তে যায় না।

২য় ছাত্র—আঃ থামোনা তুমি, কেবল ঝগড়া বাধাবার জোগাড়ে আছ। Real argument কর না। First thing ঈশ্বর আছেন, এ সার্ব্বজনীন সত্য-কথা। তার পর তিনি, How to get Him এই নিয়ে অনেক বাক্‌বিতণ্ডা কর্‌লেন, কিন্তু বাবা এক বিন্দুও বুঝ্‌তে পার্‌লুম না।

৩য় ছাত্র—কেন? তিনি ত একথা অতি সরল ভাষায় বিশদরূপে বুঝিয়ে দিয়েছেন।

২য় ছাত্র—আমার বাবা মাথাটি কিঞ্চিৎ মোটা, আমি তাঁর কথা ভালো করে' appreciate কর্‌তে পারিনি। তুমি যদি বুঝে থাক, না-হয় আমাদের বুঝিয়ে দাও।

৩য় ছাত্র—তুমি attention দাওনি, সেটা ত তাঁর দোষ নয়। তোমরা কথাগুলো ভালো করে' understand না করে' লোকের অনর্থক নিন্দা কর। রাজা রামমোহন রায়ের পর এই এক নবীন আলোক বাঙলায় দেখা দিয়েছে। এঁরই পবিত্র কিরণে দেশের অন্ধকারময় কুসংস্কার নিশ্চয়ই বিদূরিত হবে।

১ম ছাত্র—যাও বাবা, Duff Collegeএ, এখানে তোমার স্থান হবে না। আমাদের অন্ধকারই ভালো, ও আলো টালোর ধার ধারি না।

৩য় ছাত্র—তুমি বড় ছোট লোক।

১ম ছাত্র—সে তুমি, ছোট লোক! ইতর—

৩য় ছাত্র—দেখ রমেশ, মুখ সাম্‌লে কথা কোয়ো।

১ম ছাত্র—কি মার্‌বে নাকি ?

২য় ছাত্র—কি আপদ্, কথা হ'তে হ'তে শেষে হাতাহাতি হবে নাকি ? রমেশ, তুমিই একটু থামো না।

১ম ছাত্র—ওর যত বড় মুখ তত বড় কথা, বলে ছোট লোক,—পাজি, গাধা !

৩য় ছাত্র—তোর বাবা,—

১ম ছাত্র—তবে রে শালা—

(৩য় ছাত্রের মুখে এক ঘুষি)

২য় ছাত্র—সর্ব্বনাশ ! ওহে থামনা, কি আপদ্ !

(১ম ও ৩য় ছাত্রে মারামারি করিতে লাগিল)

২য় ছাত্র—রমেশ, ছিঃ ছিঃ লেখা পড়া শিখে বুঝি এই জ্ঞান হচ্ছে ?

(২য় ছাত্র মাঝে পড়িয়া উভয়ের মারামারি ছাড়াইয়া দিল। পুনরায় ১ম ছাত্র ৩য় ছাত্রকে এক ঘুঁষি মারিল।)

৩য় ছাত্র—দেখ !—

২য় ছাত্র—যাক্‌গে, তুমি একটু স'য়ে যাও।

১ম ছাত্র—আমোদ করা হচ্ছিল—বীরেন্দ্রবাবুর বক্তৃতা খুব ভালো হয়েছে, এ কথা কে অস্বীকার কর্‌বে !

মূর্খ আমরা ও তর্ক কি করব, সংবাদপত্রে ত এর মীমাংসা হ'য়ে গেছে।

৩য় ছাত্র—এ কথা বল্লেই হ'ত! তুমি ধাঁ করে' আমায় মেরে বস্‌লে!

২য় ছাত্র—এটা তোমার অন্যায় হয়েছে।

১ম ছাত্র—আচ্ছা স্বীকার কর্‌লুম। ভাই হরিপদ আমায় মাপ কর। আজ দিব্বি কর্‌লুম, আর যদি কখন তর্কে থাকি।

২য় ছাত্র—যাক্ এক পালা হ'ল। এটা ত নিত্য কর্ম্ম। চল এখন স্নান করা যাক্‌গে।

দ্বিতীয় দৃশ্য

বীরেন্দ্রের বৈঠকখানা

বীরেন্দ্র সংবাদপত্র পাঠ করিতেছিল

সুধীর প্রবেশ করিল

সুধীর—কি বাবা, নিজের কীর্ত্তিকাহিনী পড়্‌ছ—পড়, পড়—খুব বাহাদুর বটে! এখন বুঝ্‌লুম গলা-বাজির সঙ্গে কাজের সম্পর্ক একটুও নেই।

বীরেন্দ্র—দেখ সুধীর, গেঁয়ো যোগী ভিখ পায় না, কথাটি সত্য। তোমার সঙ্গে ছেলেবেলা থেকে একটু ইয়ারকি দিয়েছি, সুতরাং আমার অন্তর বাহির তোমার কাছে অবিদিত নেই, তাই বলে' তুমি আমায় অপদার্থ মনে কোরো না। ইংরেজী বিদ্যার মহত্ত্ব একটু আছেই আছে। রাজা রামমোহন রায় এই ইংরেজীটাকে হস্তগত করতে পেরেছিলেন বলে' তাঁর এত নাম ডাক।

সুধীর—যাক্‌গে, ও-সব কথায় আর কাজ নেই। খাঁটি টাঁটি আছে? এই যে—

(সংবাদপত্র তুলিয়া লইয়া পাঠ করিতে লাগিল)

"Under the auspices of the Banga Hindu Samaj, a public meeting was held on Sunday evening at the hall of the Samaj for the purpose of discussing Hindu religion. The meeting was largely attended by almost all the literary men of Bengal. Babu Birendra Nath Ghosh

was voted to the chair." Bravo ! Bravo ! বেড়ালের ভাগ্যেও শিকে ছেঁড়ে !

বেয়ারার প্রবেশ ও বীরেন্দ্রকে পত্র দান

বীরেন্দ্র—(পত্র পাঠান্তে) আনে দেও।

[বেয়ারার প্রস্থান]

বীরেন্দ্র—সুধীর একটু স্থির হ'য়ে বোসো। ধীরেন্দ্র আস্‌ছে, ছোঁড়াটা বড় এক বগ্‌গা, আমায় একটু ভালও বাসে, কেলেঙ্কারি কোরো না।

সুধীর—কিছু না বাবা, তবে অনেকক্ষণ নিরিমিষ্যি থাক্‌তে হ'ল।

ধীরেরেন্দ্র প্রবেশ

বীরেন্দ্র—এস বন্ধুবর।

ধীরেন্দ্র— আসিয়াছি, আসিয়াছি—

বীরেন্দ্র—এ কি উন্মত্ত হয়েছে নাকি ?

ধীরেন্দ্র— আসিয়াছি
জিজ্ঞাসিতে দুটো কথা। সে দিনের উচ্চ
তত্ত্ব প্রকাশিলে যবে, যদিও সে অতি
পুরাতন তবু বেশ মিষ্ট লেগেছিল,

আরবার শুনিবার সাধে আসিয়াছি।
সখে! অধমেরে কোরো না বঞ্চিত।

বীরেন্দ্র—এ ত ভাল কথা, তা'র তরে কুণ্ঠিত হবার প্রয়োজন ত নেই। সে দিনের বক্তৃতার সার মর্ম্ম, সত্য ধর্ম্ম কি। বর্ত্তমান যুগে শিক্ষিত যাঁরা অর্থাৎ ইংরেজী পড়ে' যাঁরা পণ্ডিত হয়েছেন, তাঁরা আমাদের কুলগত হিন্দুধর্ম্মটিকে গ্রহণ করতে বড় রাজী নন্। বাস্তবিক, সাধারণ ধর্ম্মশিক্ষকেরা ধর্ম্মকে যেরূপ মূর্ত্তিতে পৃথিবীতে সংস্থাপিত করেছেন, তাহা বড় অপ্রীতিকর ও ভয়াবহ। উপবাস, প্রায়শ্চিত্ত, বৈরাগ্য, সকল সুখে বিরতি ধর্ম্মের মস্ত উপাদান। অষ্টমবর্ষীয়া বালিকার স্বামী যদি মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তবে সেই দুগ্ধজীবী শিশুকে ব্রহ্মচারিণী সাজে জীবন কাটাতে হবে। কি পাপ! এমনি করে' অনেক দৃষ্টান্ত দেখান যেতে পারে, যাতে করে' হিন্দুধর্ম্ম যে অসার, তাহা সুপ্রমাণিত হয়। আর দেখ খৃষ্টপ্রচারিত ধর্ম্মে কত সুখ! জ্ঞানলাভ-হেতু সমস্ত পৃথিবীটা পরিভ্রমণ কর, জাত যাবার ভয় নেই, বরফ জল ছাতি ভরে' পান কর, অসুখের

সময় ব্রাণ্ডি খাও, প্রায়শ্চিত্ত কর্‌তে হবে না, সুতরাং দেখ্‌তে দেখ্‌তে বাঙলার যত নামজাদা লোক নাম লিখিয়ে খৃষ্টান হ'য়ে গেল ; আমাদের অস্তিত্ব এম্‌নি করে' লোপ পেয়ে যায় বুঝে, পরমপিতা-প্রেরিত ধার্ম্মিক সুজন রাজা রামমোহন রায় প্রকৃত হিন্দুধর্ম্ম প্রচার কর্‌লেন। আমরা ব্রাহ্ম নামে আখ্যাত, আমরা ব্রহ্মের উপাসনা করি। ওঁ ব্রহ্ম, যিনি একটি প্রজাপতির পালকে বিচিত্র লেখা লিখেছেন, একটি দূর্ব্বাশীর্ষে সুন্দর রং ফলিয়ে অদ্ভুত কৌশল প্রদর্শন করেছেন, তাঁর চরণে আমার কোটী প্রণিপাত। (প্রণাম)

ধীরেন্দ্র— এত

কথা, এর মাঝে এতটুকু নাহি তত্ত্ব
মত্ত যাহে রবে মন, ভুলে গিয়ে মায়া
সংসারের। ব্রহ্ম, সত্য কহি বিচক্ষণ
তুমি মতিমান্ বুঝ মম অন্তরের
কথা, আজীবন রব তব চরণের
দাস, যদি বুঝাইয়া দিতে পার কেবা
ব্রহ্ম।

সুধীর—হ-য-ব-র-ল

বীরেন্দ্র— ব্রহ্ম ?

সুধীর—হাঁ গো বাবাজী।

বীরেন্দ্র— অব্যয় অব্যক্ত যিনি, বাক্যে
তাঁরে কেমনে বুঝাব ?

ধীরেন্দ্র— নাহি যার স্থিতি
তারে শুধু কল্পনায় এঁকে মনোমাঝে
রাখা চেয়ে শূন্য হৃদে ঘুরে মরা ভাল।

বীরেন্দ্র—সে কি কথা! তুমি তবে ঈশ্বর মান না ?

ধীরেন্দ্র—আমি একা নহি, পৃথিবীর লোকে কভু
তাঁরে মানে ? তুমি ধীর বিদ্বান্ ভাবুক
বল দেখি স্পষ্ট করে', আপনার বুকে
হাত দিয়ে সত্য করে', বল দেখি তুমি
প্রচারক, আপনার ক্ষুদ্র জ্ঞান দিয়ে
তাঁহারে পেয়েছ কিনা ? ঐ ঐ আঁখি দুটো
দিয়ে কোন দিন দেখেছ কি এতটুকু
তাঁহার স্বরূপ ? না, না, সব মিথ্যা, সব
মিথ্যা— [প্রস্থান]

বীরেন্দ্র—উন্মাদ হয়েছে, অধঃপাতে গেছে।

সুধীর—না বাবা, তোমার কলকাটী নড়েছে কি না, লোকটি ভণ্ড নয় খাঁটী, নকল নয় আসল।

বীরেন্দ্র—মরুক গে, চল drawing roomএ।

সুধীর—হাঁ বাবা, ঐ কর্‌তেই ত আসি।

[উভয়ের প্রস্থান]

তৃতীয় দৃশ্য

পথ

দুইজন পথিক

১ম পথিক—অতীব অশ্লীল, অতীব অশ্লীল। একটা উলঙ্গ পুরুষ, তার উপর বিতি কিচ্ছি জিব্‌বার করে' একটা দিগ্‌গজ মেয়ে মানুষ, ভূতের পূজো, ভূতের পূজো।

২য় পথিক—ইংরেজ দেবতা। এ সব জ্ঞান আমাদের হ'ত কি না সন্দেহ্।

১ম পথিক—সে কথা আর বোলে, চেহারা দেখে টের পাও না। মুখের জ্যোতিঃ কি, একটা এ দেশের অমনতর আছে?

২য় পথিক—কথাই ত বটে। ধর্ম্ম কর্ম্মের ভেতরও কেমন সভ্যতা। কেমন ঘর, কেমন চেয়ার, কেমন পোষাক—আর আমাদের দেখ দেখি—সব মাথা নেড়া, কারো বা অর্কফলা, কেউ বা চিতে বাঘ। হা তোর ধর্ম্ম, ধর্ম্মের মাথায় মারি ঝাড়ু। ভট্‌চায্যি পো' দের ল্যাজে গোবর, ক্রিয়াকর্ম্ম-গুলো উঠে গেল, ব্যাটারা হাপু্ গুণে মর্‌বে আর কি!

১ম পথিক—মহাপাপী মহাপাপী, ব্যাটারা! খালি লোকের জাতিঃপাত কর্‌তে আছে। নাদা পেটা হাঁদা বেটারা উচ্ছন্নয় যাক্‌, উচ্ছন্নয় যাক্‌।

[উভয়ের প্রস্থান]

স্থধীরের প্রবেশ

স্থধীর—কোথায় বাবা! রাস্তার আলোগুলো শালারা নিভিয়ে রেখে গেছে, ছ্যাক্‌রা গাড়ির ঘড়ঘড়ানি শব্দও নেই, হেঁটে এত পথ এ অবস্থায় যাক কেমন করে'। আজ নেশাটা বড় বেশী হ'য়ে গেছে।

ধনা ক্ষ্যাপার প্রবেশ

ধনাক্ষ্যাপা— (গান)

আমি শিখিয়ে দেব দোকানদারী
জ্ঞানের বোঝা মাথায় করে' পাড়ায় পাড়ায় করবি ফিরি
সৎসামগ্রী ঝাঁকায় পুরে, সাজিয়ে দেব থরে থরে,
কেনা বেচা করে' শেষে পয়সা নিয়ে ফিরিস্ বাড়ী ॥

সুধীর—কে বাবা! ভিখিরী?—লোক চেন না?

ধনাক্ষ্যাপা— (গান)

লাগলে চোকে ধরি তাকে, ভাবের স্রোতে দিই ফেলে
তার পরশে নবীন আশে সব ফেলে সে যায় চলে।
আমি বিষম দাগাবাজ, (আমার) লোক মজান কাজ
মনের মতন পেলে রতন যত্নে কোলে নিই তুলে ॥

সুধীর—পথ ছাড় বাবা, পথ ছাড়। নেশাখোর মানুষ। আমার কাছে ভাবের কান্না কেন বাবা? ভাব টাবে উদর টোয় টুম্বুর। ছাড় বাবা, ছাড়। আঃ কি বিপদ। জুয়াচোর ব্যাটা, ভণ্ড ব্যাটা।

ধনা— (গান)

আমায় তাড়িয়ে দিলে জোর করে'
চোখের জলে বুক ভেসে যায়

আমি কাঁদতে কাঁদতে যাই ফিরে।
চোখের জল দেখ্‌লে পরে
মুছাবে মা আদর করে'
তোর গুণের কথা কইব সেথা
গাল দেবে মা রাগ ভরে' ॥
তখন কাঁদতে হবে ভাই
সে পাষাণী মা তার প্রাণে দয়া কিছু নাই।
খুঁড়লে মাথা, সে কয় না কথা
সাধ্‌লেও তার পায়ে ধরে' ॥

[প্রস্থান]

সুধীর—যাঃ যাঃ, যত ভ্যাজাল। উঃ কোথায় রে। তারা! তারা!

[প্রস্থান]

চতুর্থ দৃশ্য

রামধন বসুর চণ্ডিমণ্ডপ

রামধন

রামধন—সকালে উঠে নিরিবিলিতে যে এক ছিলিম তামাক খাব তারও জো নেই। এ আসছে সে

আস্‌ছে, কারো সুদের হিসেব, কারো বা খাজনার পাওনা থোওনা, আঃ সংসার করা কি গুখুরি। হরি! হরি! ছেলেটাও মানুষ হ'ল না যে বৃন্দাবনে গিয়ে বাস কর্‌ব। বাতও ক্রমশঃ চাগাড় দিচ্ছে, এক অঙ্গ ত অবশ হ'য়ে গেল। হরি! হরি! বেটা কি তামাক সেজেছে। ইংরেজের রাজ্য হ'য়ে সুবিধে হয়েছে বটে কিন্তু ছোট লোকের আস্পর্দ্ধা কিছু বেড়ে গেছে—বর্গীর উপদ্রবে কি পয়সা কড়ি রেখে সুস্থমনে বাস করা যেত? ওরে শালা ভূতো?

ভূতনাথের প্রবেশ

ভূতনাথ—আজ্ঞে।

রামধন—শালা তামাক কৈ? শুধু আগুন দিয়ে হুঁকোয় রেখে গেছিস্, আমি শালার টেনে টেনে হাঁপানি বেড়ে গেল।

ভূতনাথ—আজ্ঞে সে কি হুজুর!

রামধন—শালা, আমি কি মিছে কথা বল্‌ছি—এই দেখ্‌না?

ভূতনাথ—তবে হুজুর ভুলে গেছি।

রামধন—এ কি রকম ভুলে যাওয়া, তামাক নেই তামাক সেজে নিয়ে এলি ?

ভূতনাথ—হুজুর বদ্‌লে দিচ্ছি।

রামধন—শালা বদ্‌লে দিচ্ছি !

[ভূতনাথের প্রস্থান]

রামধন—নানা রকমে আমায় জ্বালিয়ে তুল্লে। ছেলেটার জ্বালায় অস্থির হ'য়ে পড়েছি, ব্যাটার বৈরাগ্যের উদয় হয়েছে। বিয়ে দেব, তা ব্যাটা তা'তে গর-রাজি। মল্লিকপুরের ঘোষেদের মেয়ের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থির করে' রেখেছি, মেয়েটা কালো কোলো, তা হোক্‌গে, রূপ নিয়ে কি ধুয়ে খাব ? টাকা, টাকা, এমন জিনিষ কি কোথাও আছে ?

ভূতনাথের প্রবেশ

রামধন—কোথায় যাস্‌ ?

ভূতনাথ—আজ্ঞে না।

রামধন—আজ্ঞে না ! ব্যাটা যেন তোতা পাখি। শালা তোকে যে কাল বলেছিলুম লোকজন নিয়ে

রাখালে চাষার চাল কেটে নিয়ে আস্‌তে—তুই ব্যাটাও কি ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্টির হয়েছিস্‌ ?

ভূতনাথ—আজ্ঞে না।

রামধন—আবার শালা আজ্ঞে না।

ভূতনাথ—আজ্ঞে,

রামধন—আবার ?

ভূতনাথ—আজ্ঞে,—

রামধন—বল্‌ শালা, ছোটলোক কি না ? বল্‌।

ভূতনাথ—আজ্ঞে না—আজ্ঞে হুজুর।

রামধন—আজ্ঞে হুজুর ! তোর পিণ্ডি, তোর ছেরাদ্দ, তোর মাথা। চুপ কর্‌লি কেন ? রাখালে ব্যাটার চাল কেটে আন্‌তে বলেছিলুম, এনেছিস্‌ কি ?

ভূতনাথ—আজ্ঞে না।

রামধন—ফের শালা আজ্ঞে না আজ্ঞে না কর্‌বি ত এই লাঠি মাথায় মেরে দেবো। আঃ কি জ্বালা, বল্‌না বাবা, আমায় জ্বালাস্‌ কেন !

ভূতনাথ—আজ্ঞে আপনি বল্‌তে দিচ্ছেন কৈ।

রামধন—নে বাবা, আমারই অপরাধ, আমার চৌদ্দ পুরুষের অপরাধ। তুই বল্‌ তোর গুষ্টির পায়ে পড়ি।

ভূতনাথ—আজ্ঞে হুজুর ও কি কথা।

রামধন—ওরে কে আছিস্, এ ব্যাটার গলায় পা দেত, আমায় পাগল করে’ দেবে দেখ্ছি।

ধীরেন্দ্রের প্রবেশ

ধীরেন্দ্র—কি পিতা?

রামধন—আর কি! তোরা সবাই মিলে আমায় সংসার থেকে তাড়াবি মনে করেছিস্, সে আমি অনেকদিন থেকে বুঝ্তে পেরেছি। ওরে ব্যাটার-ছেলেরা দুবেলা দুমুটো আসে কোত্থেকে জানিস্?

ধীরেন্দ্র—কি হয়েছে ভূতনাথ?

ভূতনাথ—আজ্ঞে—

রামধন—ব্যাটা আবার যদি আজ্ঞে বল্বি ত মাথা ভেঙে দুফাঁক করে’ দেব।

ভূতনাথ—আজ্ঞে—

(রামধন মুখ সিঁটকাইয়া ফিরিয়া রহিল)

ধীরেন্দ্র—কি ভূতনাথ?

ভূতনাথ—আজ্ঞে—

রামধন—থাম শালা। তোর আজ্ঞে আজ্ঞে শুন্‌লে আমার সর্ব্বশরীর জ্বলে ওঠে, তুই বেরো—

[ভূতনাথের প্রস্থান]

রামধন—ধীরেন শোন, বাপের আমলের এই চণ্ডি-মণ্ডপের ঐ খোঁটাটা আছে, আর যা কিছু দেখ্‌ছ, এ সব আমার ফেরেফারে হয়েছে। রাখালে ব্যাটাকে তুমি আল্‌গা দিলে,. আর সব শালা সুদের টাকা দিতে প্যাঁচ দিচ্ছে। ওরা ছোট লোক, ওদের ওপর কি দয়া কর্‌তে আছে? ঐ ভূতো শালাকে কাল বলে' রেখেছিলুম রাখালে ব্যাটার চাল কেটে নিয়ে আস্‌বি, ব্যাটা কি কর্‌লে, এই এত বেলা হ'তে চল্‌ল আজ্ঞে আজ্ঞে করেই কাটিয়ে দিলে। ও-ব্যাটা বুঝি খাতকদের সঙ্গে মিশেছে?

ধীরেন্দ্র—আজ্ঞে, রাখাল সম্বন্ধে যদি কিছু জিজ্ঞাস্য থাকে সে ভূতোর কাছে নয়, আমার নিকট তার উত্তর পাবেন।

রামধন—ভ্যালা মোর বাপ্‌রে। তাই বলি, ধীরেন আমার সোণার ছেলে একেবারেই কি ব'য়ে যাবে !

ধীরেন্দ্র—পিতা ! স্বর্গ হ'তে গরীয়ান তুমি, পূজ্য
তুমি সন্তানের কাছে, কিন্তু কি করিব
ন্যায়ের বিধানে তোমার অপ্রিয় সত্য
কহিতে হইল, অপরাধ যদি কিছু
হয়, নিজগুণে করিও মার্জ্জনা। হায় !
সম্মুখে হইলে বলি নির্ভয়ে নিরখে
যথা ক্ষুদ্র ছাগ শিশু, শত্রুদত্ত তৃণ-
দল হৃষ্টচিত্তে করয়ে চর্ব্বণ, ভাবে
না মুহূর্ত্ত আগে যে খড়্গ হেনেছে বজ্র
অপরের শিরে, নাশিবে তাহার প্রাণ
তারি প্রহরণে। সেই মত অজ্ঞ নর
বুদ্ধি ধৃতি নিয়ে দেখিতেছে প্রতিদিন
কোটী নরবলি। কালের উদ্যত অসি
হের পিতা রহিয়াছে আপনার শির
লক্ষ্য করি—কেমনে মাতিয়া আছ মিথ্যা
খেলাঘরে, তুলে দিয়ে বিপ্লবকেতন,

চারিদিকে হাহাকার, তপ্ত দীর্ঘশ্বাস,
অশ্রুধারা, কৃষকের হৃদয় শোণিত ?

রামধন—মার্‌বি নাকি ? ও ভূতো, ওরে ভূতো, ওরে বাবা—ও ভূতো।

ভূতনাথের প্রবেশ

ভূতনাথ—আজ্ঞে !

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

কালিমন্দির

ধনা ক্ষ্যাপা

ধনা— (গান)

শুধায়ো না কেহ আমারে
ওগো শুধায়ো না কেহ আমারে
জানি কিনা জানি তারে, জানি শুধু অন্তরে
ভাষায় বুঝাতে নারি, এঁকে দিতে নাহি পারি,
মানস-মন্দিরে সে যে কিবা রূপ মরি, মরি।
ও রূপ সাগরে সদা ডুবিতে বাসনা মম
জাগিতে চাহি না তাই, ভুলে যাই অর্থ কাম।
তাঁহারি মহিমা যত প্রকাশে সংসারে,
তাঁর কাজে আছি রত, আর কিছু জানিনা রে॥

[প্রস্থান]

রামদাসের প্রবেশ

রামদাস—রজনীর এই বেশ বড় ভালবাসি,
সারা নিশি অন্ধকারে ঘেরা, সুপ্ত বিশ্ব

অলস মদিরা পানে। এ মন্দিরে আর
কেহ নাই। দূরে শোভে মধুমতী ক্ষীণ
রেখা, কাল মেঘে বিজলীর মত, তীরে
শোভে মসীমাখা বৃহৎ বিটপীরাজি,
পথিকের প্রাণে করি আতঙ্ক সঞ্চার।
শুভ্রচূড়া মায়ের মন্দির উঠিয়াছে
আঁধার ভেদিয়া, কীর্ত্তি যথা নিন্দুকের
মায়াজাল ছাড়ি উঠে উর্দ্ধে মানবের
দৃষ্টি আকর্ষিয়া। আসিয়াছি শুভক্ষণে,
ওয়ি মাতঃ প্রকাশ ভক্তের কাছে, আজ
তোরে ছাড়িব না। একি ! রুদ্ধ কেন দ্বার
মন্দিরের ? দেবি, এত যে আঁধার সব
দূর করে' উজলিয়া উঠ একবার,
নিস্তব্ধ জগৎ ধ্বনিয়া উঠুক আজি
স্নেহমাখা তোর কণ্ঠস্বরে, ধন্য হোক
কোটী জনমের কঠোর সাধনা। কি কি !
জাগিবি না ? অধরে লুকায়ে হাসি দেখা
কি দিবি না করালিনী ? না না আজ তোরে
ছাড়িব না—কেন মা কি দোষ করেছি মা ?

ভাল মন্দ সব নিয়ে, সত্য মিথ্যা এক
করে' দিয়ে, শুদ্ধা ভক্তি ফিরে দে জননী।
এই আমি বসিলাম তোর সন্নিধানে
রুদ্ধ করে' মন্দিরের দ্বার, মুহূর্ত্তের
প্রাণ অনন্তে মিশায়ে দেব প্রতি জন্মে
এমনি করিয়া—দেখি দয়া হয় কিনা ?

ধনা ক্ষ্যাপার প্রবেশ

(গান)

ধনা— মায়ে ব্যাটায় লুকোচুরি
আমি আড়াল থেকে দাঁড়িয়ে দেখি,
ছল চাতুরী আর কি চলে
আসল এযে নয়ত মেকী
রঙীন রঙীন খেলনা দিয়ে
রাখ্‌বি আর কত ভুলায়ে
খেল্‌না ফেলে কাঁদে ছেলে
দেখ্‌তে পাওনা ও চোক খাকি।

রামদাস—বাবা ধনেশ্বর ?

ধনা— কি বাবা ?

রামদাস— জননীর দয়া
মূর্ত্তিমতী বালিকার বেশে এসেছিল
এইখানে, স্বকর্ণে শুনেছি তাঁর রুণু রুণু
নুপুরের ধ্বনি, স্বহস্তে দিয়াছি পদে
জবা বিল্বদল, স্বচক্ষে দেখেছি তাঁর
বিমোহিনী অপূর্ব্ব মূরতি। ধনেশ্বর—

ধনা— ওয়ি লীলাময়ি! আজ আমারে উন্মাদ
করিয়া দে। তোর অমৃতশীতল কণ্ঠ
শুনি অনিবার, অবিরত তোর রূপ-
দ্যুতি ঝকুক অন্তরে, নিশ্চল হইয়া
রহি। লীলার তরঙ্গে উঠা নাবা সব
ঘুচে যাক্; পাপ পুণ্য বিচারের ভার
নিজ হস্তে করিয়া গ্রহণ, ছেড়ে দেগো
আমারে জননী! ছিঁড়ে ফেলি যত কিছু
মনের বাঁধন, সরল শিশুর মত
তোর কোলে শুয়ে থাকি নির্ভরতা নিয়ে।

রামদাস—ধনেশ্বর, আজ যেন দুজনায় এক
হ'য়ে গেছি। জননীর দুইটী সন্তান,
এক বৃন্তে যুগল কুসুম, আয় চলে'

পড়ি মাতৃপদমূলে, ভাবের অমৃত-
হ্রদে আয় সুখে করি সন্তরণ। ডেকে
আন কে করিবে অমরত্ব লাভ, দেখ
চেয়ে কে চাহে উন্মাদ হ'তে, মহাশক্তি-
সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিবার আশে
দুর্নিবার সংসারসাগর-কূলে ভগ্ন
মনে কেবা বসে' আছে—আন সবে ভাব-
তরণীর পাল তুলে' দিয়ে নিয়ে যাব
বৈজয়ন্তী ধামে, এ তরীর কর্ণধার
আপনি জননী।

[প্রস্থান]

ধনাক্ষ্যাপা— হে সাধক, এ কি তুমি
মেগে নিলে দেবতার কাছে শুধু কর্ম্ম!
কর্ম্মদৃশ্যে হবে নাকি যবনিকাপাত?
আদ্যাশক্তি, মায়াময়ী, অনন্ত তোমার
লীলা, এই খেলা খেলাইবে বলি, ভব-
ঘুর্ণিপাকে পাঠাইলে অধম সন্তানে!

দ্বিতীয় দৃশ্য

রামধন বসুর শয়ন কক্ষ

শয্যায় রামধন ও পার্শ্বে কবিরাজ

রামধন—ভূতো, যা ব্যাটা দুখানা চেয়ার নিয়ে আয়। আর কবিরাজ মশাই, আপনার নিদানে বুঝি এ ব্যাধির ওষুধ নেই।

কবিরাজ—আজ্ঞে, সে কি কথা। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র, অষ্টাদশ বিদ্যান্তর্গত ধন্বন্তরি প্রণীত বিদ্যাবিশেষঃ। এ শাস্ত্রে ব্যাধির ঔষধ নাই! ঋক্ যজুঃ সামাথর্ব্বখ্যান্ দৃষ্ট্বা বেদান্ প্রজাপতিঃ বিচিন্ত্যবৈরায়ুর্ব্বেদঃ চকার সঃ।

রামধন—ও ভূতো, কবিরাজ মশাইকে তামাক দে।

কবিরাজ—আজ্ঞে তামাক থাক, আপনি শুনুন।

রামধন—শুনে আমার মাথা হবে। আপনার ওষুধের গুণ থাক্‌লে ও শুন্‌তে টুন্‌তে হ'ত না। হরি, হরি। উঠে হেঁটে যে বেড়াব তারও জো নেই। কাশির ধমকে পাঁজরাগুলো টাটিয়ে বিষ ফোড়া

হয়েছে। ছাই আপনার ওষুধ। আর—আর ক' হপ্তা লাগ্‌বে বলুন দেখি ?

কবিরাজ—আজ্ঞে বাতের জন্যে ত ভাবিনি, ভাব্‌ছি ঐ কাশির জন্যে। পঞ্চ কাশাঃ স্মৃতা বাতপিত্ত শ্লেষ্ম ক্ষত ক্ষয়ৈঃ।

রামধন—ওরে ও ভূতো, কবিরাজকে এক ছিলিম তামাক দেনা।

কবিরাজ—আজ্ঞে, শুনুন না।

রামধন—ও শুনে আমার মাথা মুণ্ডু হবে কি ? রোগ ত ভাল হবার নয়, মিছে পয়সা খরচ। এ হপ্তায় আর ওষুধ চাই না, দেখি কেমন থাকি। ও ভূতো, কবিরাজের পাল্কী এসেছে কি ?

কবিরাজ—এ লোকটার মতিচ্ছন্ন হয়েছে। মশায় তবে চল্লুম।

রামধন—আসুন। কেমন থাকি পরে খবর দেব।

[কবিরাজের প্রস্থান]

রামধন—মর্‌বার ত বয়স হয়নি, তবে বাতে বড় কাবু করে' ফেলেছে। হায় হায় কূলে, এসে বোঝাই নৌকা ডুব্‌ল গো! এত করে' বিষয় আশয় কর্‌লুম

এক ছেলে হ'তে সব ভেস্তাল। আমি এই ক' মাস বিছানায় পড়ে', আর আদায় পত্র সব বন্ধ হ'য়ে পড়েছে।

ভূতনাথ প্রবেশ করিয়া রামধন বসুকে তামাক দিল

রামধন—ওরে, বড়বাবু কোথায়?

ভূতনাথ—আজ্ঞে, বল্‌তে পার্‌লুম না।

রামধন—যা শালা নজরছাড়া হ'য়ে, সব কাজেই বেটা ভণ্ডুল কর্‌বে। [ভূতনাথের প্রস্থান]

বিশু সরকারের প্রবেশ

বিশু—বাবু, সর্ব্বনাশ হয়েছে!

রামধন—ওরে বাবা! কি হয়েছে?

বিশু—আজ্ঞে, লাটের খাজনা পথে মারা গেছে।

রামধন—ও বাবা, এ তো-শালাদেরই কাজ। হরি, হরি। ভূতোরে?

ভূতনাথের প্রবেশ

ভূতনাথ—আজ্ঞে।

রামধন—ওরে বাবা, সর্ব্বনাশ হ'য়ে গেছে! তোর বড় বাবুকে ডাক্।—যা না।

[ভূতনাথের প্রস্থান]

রামধন—ও বিশু, উপায় কিছু করে' এসেছ, না আমার গলায় পা দেবে বলে' দাঁড়িয়ে আছ?

বিশু—উপায় ত আর কিছু নেই। খাজনা পত্তর আদায় করে' লাটের খাজনা পাঠিয়েছিলুম, লক্ষীবিলের মাঠে ডাকাতে লুঠ করে' নিয়েছে।

রামধন—পুলিশে খবর দিয়েছ?

বিশু—আজ্ঞে না।

রামধন—আজ্ঞে না! তা দেবে কেন? তোমরাও যে চোরের সঙ্গে আছ। ওরে বাবা! দুদিন বিছানায় পড়েছি, আর সব শালারা লুটেপুটে আমার সর্ব্বনাশ করলে। ওরে শালা ভূতো, তোর বড়বাবুকে ডাক্ না।

বিশু—কর্ত্তাবাবু, কালকের মধ্যে খাজনা না পাঠালে, কোম্পানী থেকে সব মহল নীলাম হ'য়ে যাবে।

রামধন—শুনে শরীর জুড়িয়ে গেল!

ধীরেন্দ্রের প্রবেশ

রামধন—এই যে! ওরে হতভাগা পথে বস্‌বি যে, সেদিকে লক্ষ্য রেখেছিস্? আমার ত গঙ্গার দিকে পা—আমি চল্লুম, এ ব্যারাম যে সার্‌বার নয়।

ধীরেন্দ্র—কি হয়েছে বিশু বাবু?

রামধন—সর্ব্বনাশ হ'য়ে গেছে, লাটের খাজনা ডাকাতে লুটেছে। এ সরকার গোমস্তাদের কাজ, ইংরেজের রাজ্য হ'য়ে চোর ডাকাত কি আছে? সে সব পরে হবে। এখন যেখান থেকে পার, দশটী হাজার টাকার যোগাড় কর।

ধীরেন্দ্র—তহবিলে কি কিচ্ছু নেই?

রামধন—তোর পিণ্ডি আছে। ঘরে টাকা রাখ্‌লে কি টাকা ঘেমে বাড়ে? সব খাতকদের কাছে, জোর করে' আদায় কর্। শীঘ্র যা—যেখান থেকে পারিস্ দশ হাজার টাকার যোগাড় কর্।

বিশু—আসুন বড়বাবু, তা না হ'লে সব মহল বিকিয়ে যাবে।

[ধীরেন্দ্র ও বিশু সরকারের প্রস্থান]

রামধন—যা হবে তা' ত বুঝ্‌তেই পার্‌ছি। হা গুরু-দেব, কি কর্‌লে। হে মা কালি, আমায় একবার তুলে দাও, শালাদের গলায় পা দিয়ে, দশ কেন বিশ হাজার টাকা আদায় করে' আনি।

তৃতীয় দৃশ্য

সুধীরের বাটী।

সুধীর ও উড়ে মালী

সুধীর—হ্যাঁরে, সেদিন কি বড় মাতলামি করেছিলুম ?

উড়ে মালি—হঃ, সে কথা বাবু কি আর বলিব!

[প্রস্থান]

সুধীর—জন্ম জন্ম এমনি করিয়া প্রবৃত্তির
স্রোতে ভেসে চলে যাই, আপনার গতি
আপনি ফিরাতে নারি, মরি ঘুরি ফিরি
নরকের দ্বারে দ্বারে। আত্মশক্তি আছে
মাত্র—কার্য্য তার কভু না করিনু। আছি
বটে মানবসমাজে কিন্তু ঘৃণ্য কীট

আমা হ'তে ভাল। আছে তা'র, তা'র মত
জ্ঞান—অজ্ঞান অধম আমি। ছি ছি, কত
দূরে যাব আর—সংসার কি এমনই
প্রবল? দেবতার আদর্শ জীব, নর-
দেহ লভি ডুবিব কি পাপপঙ্কে ক্ষুদ্র
কীট সম? ভগবান্! তোমায় জানিনা
বটে, কিন্তু তব মধুমাখা নামে লঘু
করে হৃদয়ের ভার; নব শক্তি ঢেলে
দেয় প্রাণে। আজি স্বপনের মত মনে
হয় সে রাত্রির কথা—স্বর্গ হ'তে দেব-
দূত যেন নেমে এসে, সুধা ধারা ঢেলে
দিলে প্রাণে, মদিরার মোহে ছিনু মগ্ন
—নারিলাম সেই রত্ন ধরিয়া রাখিতে।
হায়, যদি কেহ ফিরাইতে পারে সেই
দিন, এই প্রাণ অবহেলে দিই তারে।

মালির প্রবেশ

মালি—বাবু মশাই, একটা খেপা আসিকিরি আপনার দরশন মাগিছে। হৈ—

(নেপথ্যে ধনা ক্ষ্যাপা গাহিল—
"বঁধু হে এসেছি তোমার দ্বারে দিতে দরশন")

সুধীর—সেই কণ্ঠস্বর! দেবদূত! দেবদূত!

[প্রস্থান]

মালি—বড় সুন্দর গাউছন্তি।

(গান)

পট সে নন্দ সুতা, পট সে নন্দ সুতা।

[প্রস্থান]

সুধীর ও ধনাক্ষ্যাপার প্রবেশ

সুধীর—তুমি দাঁড়াও, তুমি দাঁড়াও, আমি পাগল হ'য়ে যাব। এমন অপূর্ব্ব ঘটনা কাহারও ভাগ্যে ঘটে না। দাঁড়াও, ফুল তুলে আনি। [প্রস্থান]

ধনা—এম্‌নি হৃদয়খানি বড় ভালবাসি।
রত্ন যদি পাঁকে পোঁতা থাকে, তবু তারে
ডুব দিয়ে অতল সাগর হ'তে তুলে
নিতে হয়। দিনগ্রহে মধ্যাহ্ন তপন
সে'ও রহে জলদ আড়ালে হীনতেজ
হ'য়ে। সংসারের মায়াজালে বদ্ধ তুমি

হে মানব, তোমারে করিব মুক্ত, মুগ্ধ
তুমি করিয়াছ মোরে হৃদয়ের শুদ্ধ
অকপট সরল বিশ্বাসে।

সুধীরের প্রবেশ

সুধীর— দেবদূত!
দাঁড়াও সম্মুখে মম। সমস্ত হৃদয়
একবাক্যে বলিতেছে, তুমি আসিয়াছ
নেমে ত্রিদিব হইতে, অভাগার প্রতি
করি করুণা প্রকাশ। কিন্তু পূজা মোর
ধরিবার আগে শুন জীবনের কথা।
অন্তর্য্যামি! তুমি যদি দেখা দেছ, ঘৃণা
করে' চলে নাহি যেও। একে একে শুন
মম পাপের কাহিনী—যৌবনবিকাশে
পাপস্রোতে ভেসে চলে গেছি, ফিরিবার
আছে কি উপায়? মদ্যপান বারাঙ্গনা
সনে নিত্য করি ভোগ, পরদার—এ কি
বিদ্রূপের হাসি? হাস হে সন্ন্যাসি, পাপ
কথা অপ্রকাশ না রাখিব। না-না, মন্দ

কথা প্রাণে বাজে ব্যথা—ভাল কহিব না
আর। ধর পূজা, এনেছি অঞ্জলি ভরি,
নিজ করে করিয়া চয়ন—প্রস্ফুটিত
ফুলরাশি—এস এস অশ্রু দিয়ে ধুই
তব যুগল চরণ।

ধনা— কি কর, কি কর
সরল বিশ্বাস! আমি নহি বিশ্বপতি।
ঐ ঐ তিনি দাঁড়ায়ে ত্রিদিবে, যাঁরে হেরে
দেহেন্দ্রিয় মন প্রাণ বুদ্ধি অহঙ্কার
নিমেষে টুটিয়া যায়—যাঁর ধ্যানে মায়া
তন্ত্র ছিন্ন হ'য়ে গিয়ে নিত্যানন্দে ভরে'
উঠে প্রাণ, যাঁর ভাবে হইলে বিভোর
অন্য ভাব নাহি থাকে, যে সুখ করিলে
লাভ কোন সুখে থাকে না'ক স্পৃহা আর।
আয় রে সংসারি, তোরে দিব দেখাইয়া
তাঁরে, চেয়ে নিস্ সেই জ্ঞান—যেই জ্ঞানে
অজানা থাকেনা কিছু। আয় আয় পাছু
পানে ফিরিস্ না আর।

সুধীর— টেনে নিয়ে যায়—

একি আকর্ষণ! এযে টেনে নিয়ে যায়!

[উভয়ের প্রস্থান]

চতুর্থ দৃশ্য

বিশু সরকারের বাটী।

ধীরেন্দ্র ও বিশু সরকার

বিশু—তাই তো বড় বাবু, একে কর্ত্তাবাবু বিছানায় পড়ে, তা'তে এই শিরে সংক্রান্তি লাটের খাজনা। কি হবে আমি ত ভেবে কিছু কুল কিনারা পাই না।

ধীরেন্দ্র—এও কি ভাবনা? ধনহীন হব? হই
হব—ক্ষতি কিবা তায়? আছি রাজভোগে,
কদন্নে কাটিবে দিন—এর তরে এত
দুঃখ কিসের কারণ? দূর হোক্ ছাই—

বিশু—বড়বাবু, কি কর্‌বেন?

ধীরেন্দ্র—কি কর্‌ব, সরকার মশাই?

বিশু—টাকা।

ধীরেন্দ্র—টাকার কথা আমায় শুনিয়ো না। বিষয় নীলাম হবে? হোক্ গে।

বিশু—সে কি কথা বড় বাবু? পথে বস্‌তে হবে যে।

ধীরেন্দ্র—বিশু বাবু, পথে ত সবাই বসে! কেহ
আগে, কেহ তার পিছে। যত যায় আগে,
পিছে পড়ে থাকে তত নশ্বর সংসার।

বিশু—কর্ত্তাবাবু ঠিক ঠাউরেছেন, ছেলেটির মাথা খারাপ হ'য়ে গেছে। যাই হোক্, ঝানু মনিবের কাছে পড়ে' সারাটা জীবন মিছে কাটাতে হয়েছে, দু পয়সা হাত কর্‌তে পারিনি—সেদিন কুষ্টিও দেখিয়েছিলুম, বলেছে এখন আমার একাদশ বৃহস্পতি। বড় বাবু, কি হবে?

ধীরেন্দ্র—আমি কি কর্‌ব?

বিশু—এক কাজ করুন।

ধীরেন্দ্র—কি বল।

বিশু—আপনি যদি ইচ্ছে করেন, উপস্থিত কিছু টাকা পেতে পারেন। আমার এক মাস্তুতো ভাই কল্-কাতায় টাকা জমা দিতে যাচ্ছে—হাজার দশেক হবে, তা আপনি হ্যাণ্ডনোট লিখে দিলে অবশ্য

দিতে পারে, ব্যাঙ্কেও সুদ, এখানেও তাই, বরং কিছু কম।

ধীরেন্দ্র—তা হ'লে সব ঝঞ্ঝাট মিট্‌বে ?

বিশু—আজ্ঞে হ্যাঁ। টাকার জন্যেই ত গোল হয়েছে।

ধীরেন্দ্র—তোমার মাস্তুত ভাই এখন কোথায় ?

বিশু—আজ্ঞে তবে তাকে ডাকি।　　　[প্রস্থান]

ধীরেন্দ্র—আর ত কোন উপায় নেই। পরে খাজনা-পত্র আদায় হলে টাকাটা শুধে দিলেই হবে।

বিশু সরকার ও নীলমণির প্রবেশ

বিশু—বড়বাবু, এই এর কথাই আপনাকে বল্‌ছিলুম।

ধীরেন্দ্র—আমায় কি কর্‌তে হবে ?

বিশু—ভাই নীলমণি, ইনি হচ্ছেন আমার মনিবের বড় ছেলে। টাকা তোমার বেশীদিন পড়ে' থাক্‌বে না, বিষয় অগাধ। কর্ত্তাবাবু ব্যারামে পড়ে', কাজেই এদিকে টান ধরেছে।

নীলমণি—আমি কিছু জানিনা দাদা, তোমার উপর আমার বিশ্বাস।

বিস্তু—হাঁ তা'ত বটে।

ধীরেন্দ্র—সরকার মশায়, আমায় কি কর্‌তে হবে ?

বিশু—এই যে বড়বাবু, আপনি এইটেতে সই করে' দিন।

(হ্যাণ্ডনোটে ধীরেন্দ্র সহি করিল)

বিশু—লেখাটা পড়ে নিন্।

ধীরেন্দ্র—মিট্‌বে ত ? ব্যস্ নিশ্চিন্ত। [প্রস্থান]

নীলমণি—ছোঁড়াটা পাগল নাকি ? সাবালক ত ?

বিশু—হাঁ, তা কি আর আমি না জেনে করেছি।

নীলমণি—এখন কি ভাগ বল ?

বিশু—টাকা আদায় হ'লে আধাআধি। এখন এই এক শ টাকা নে। ইমিটেশন ডায়মণ্ডের চেন-টেন আংটী-টাংটীগুলো কিনে একটু চালে থাক্‌গে। কর্ত্তার যে ব্যারাম শীগ্রি ট্যাঁশপুরে যাবে।

নীলমণি—না বাবা, একশ'তে কি হবে বল। পাঁচ বৎসর শ্রীঘর বাসের পর দুনিয়ায় বেরিয়েছি, নেশাপত্র সব বন্ধ, কলিজা শুকিয়ে আছে, আর একশ চাই।

বিশু—এখন কোথায় পাব ?

নীলমণি—বটে ! একি বাবা ভূষণোর বাঙাল পেলে ?

ওটি হবে না চাঁদ। দশ হাজার পেয়েছ অন্ততঃ পাঁচ হাজার চাই।

বিশু—তুই ত ভারি মুখ্যু। এটা জমা দিতে হবে না ?

নীলমণি—কাজ কি সোণার চাঁদ, কেঁড়েলি ছাড়, ও টাকা তুমি আর জমা দিয়েছ !

বিশু—দূর বোকা, তা কি হয় ? তা হ'লে যে জেলে যেতে হবে।

নীলমণি—সে জানি না বাবা, আমায় কিছু ঝাড়।

বিশু—আর পঞ্চাশ নে। কিন্তু হুসিয়ার দরকার হলেই যেন পাওয়া যায়।

নীলমণি—পাঁচ হাজার চাই।

[প্রস্থান]

বিশু—লোকটা শেষে না ভ্যাস্তায়। যা চাল চেলেছি দ্বিতীয় রামধন বোস হব। ছোঁড়াটাকে কিছু দিতেই হবে।

[প্রস্থান]

পঞ্চম দৃশ্য

রামধন বসুর বাটী কক্ষ

রামধন ও বীরেন্দ্র

রামধন—বীরেন বাবু, আপনি একজন নামজাদা এ্যাটর্ণি। আপনি যখন এসেছেন, তখন জানি উইলের কোন গোল হবে না। উইল বেশ হয়েছে। ধীরেন একটু এলো-মেলো, তা হোক্, এর পর শুধ্‌রে যাবে। শুন্‌তে পাই ধীরেনের সঙ্গে আপনার আলাপ পরিচয় আছে, ছোঁড়াটা যাতে শোধরায় তার একটু চেষ্টা কর্‌বে না হরি, হরি। ও ভূতো, বাবুকে একটু তামাক দে না ?

বীরেন—আমি তামাক খাইনে।

রামধন—বটে, তা আপনারা হচ্ছেন গিয়ে দেশের নামজাদা লোক, এমন দিন নেই "বিশ্ববাসী"তে আপনার গুণের কথা না পড়ি। অবতার আর কারে বলে ? আপনারাই অবতার। ওরে ভূতো, সবাইকে ডাক না, বাবু আর কতক্ষণ বসে' থাক্‌বেন, উইলটা পড়ে' শুনিয়ে দিগ্‌। তোর

গিন্নিমাকে ঐ মাঝের দরজায় দাঁড়াতে বল। বুঝেছেন বাবু, শুধ্‌রে উঠি তবেই ভাল, নইলে এ সব মিছে। আমায় কি রকম দেখ্‌ছেন? ভাল হব কি?

বীরেন্দ্র—আজ্ঞে হবেন বৈকি।

রামধন—ভূতো, বাবুকে তামাক দে। হরি, হরি। মনেও থাকে না ছাই। বাবু ওসব দিকে নেই। বুঝেছেন বাবু, অনেকে আবার আছেন তামাক পান বাইরে খান না, কিন্তু গোপনে মা কালীর বোধন বসান। হরি, হরি। গুরুদেব। উঃ, কি কাশি। ভূতো?

ভূতনাথের প্রবেশ

রামধন—ভূটো লবঙ্গ দে। ও ঘর থেকে এক গেলাস জল আর একটা পান নিয়ে আয়।

[ভূতনাথের প্রস্থান]

ধীরেন্দ্রের প্রবেশ

রামধন—এই যে! ওরে শোন সে দিনের উইল পাকা

হয়ে এসেছে, বুঝে সুঝে চলিস্ ভাবনা থাক্‌বে না।

ধীরেন্দ্র—বাবা, আমার একটা ঋণ আছে।

রামধন—ঋণ! ঋণ কিরে? ও ভূতো, এ বলে কি?

ধীরেন্দ্র—আজ্ঞে সে দিনের খাজনার টাকা সমস্ত আদায় কর্‌তে পারিনি। বিশুবাবুর এক মাস্তুত ভায়ের কাছ থেকে দশ হাজার টাকা ধার করে' লাটের খাজনা দিয়েছি।

রামধন—ওরে বাবা! আমার পাঁজরা কখান খসিয়ে দিলে। ভূতো একটু জল দে।

জল লইয়া ভুতনাথের প্রবেশ

সঙ্গে সঙ্গে নীলমণিও প্রবেশ করিল

নীলমণি—আপনি কি ধীরেন বাবুর বাবা?

রামধন—এ কে?…দেখে কি বোধ হয়?

নীলমণি—শুন্‌লুম, আপনি ধীরেন বাবুর নামে উইল করেছেন, আমার টাকা শুধ্‌বে কে?

ধীরেন্দ্র—আজ্ঞে, ইনিই তিনি।

রামধন—ওরে বাবা! মর্‌তে না মর্‌তেই যে আমার পিণ্ডি চট্‌কায়। ভূতো, আমার দম আটকায়, একটু জল দে।

ধীরেন্দ্র—খাজনাপত্র কিছু আদায় হয় নি—

রামধন—আমি কিছু জানিনে। ওরে একটু জল।

ধীরেন্দ্র—দশ হাজার টাকার হ্যাণ্ডনোট—

নীলমণি—সে কি! দশ হাজার কি মশায়? লাখ বলুন। দস্তুর মত ষ্ট্যাম্পে সই করা।

ধীরেন্দ্র—এ কি রকম?

রামধন—জল, জল।

ভূতনাথ—এ সব বিশে ব্যাটার কাজ। বড়বাবু, পঞ্চাশ বছর মুখ বুঁজে আপনার বাড়ীতে কাজ করে' এসেছি—কোন কথা কইনি—আজ আর থাক্‌তে পার্‌লুম না। বিশের চুলের ঝুঁটি ধরে' নিয়ে আসি—সেই এ সর্ব্বনাশ করেছে। [প্রস্থান]

বীরেন্দ্র—ধীরেন বাবু এদিকে আসুন; আপনার পিতার অবস্থা বড় খারাপ।

ধীরেন্দ্র—এঁ্যা, সে কি?

বীরেন্দ্র—এ কি! Heart fail কর্‌ল নাকি?

ধীরেন্দ্র—ভূতনাথ, শীঘ্র এস বাবা বুঝি চলে যায়।

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

বীরেন্দ্রনাথের বৈঠকখানা

বীরেন্দ্র ও জনৈক ভদ্রলোক

বীরেন্দ্র—The condition of the Hindu Females in these days are truly pitiable. তা বেশ, আপনি বড় বড় অক্ষরে প্ল্যাকার্ড এঁটে দেবেন, আমার নামটা তা'তে উল্লেখ থাকা চাই, আর গ্রামের প্রবেশ দ্বারে একটা পত্রপুষ্পের তোরণ নির্ম্মাণ কর্‌বেন। তার পর আমার বক্তৃতাটা কাগজে বেশ করে' তুলে দেব, description যা লিখ্‌ব তাতেই দেশে একটা sensation পড়ে' যাবে।

ভদ্রলোক—আজ্ঞে তা হ'লে নৌকা করে' যাওয়াই প্রশস্ত। আপনি ঐ Female imancipationটা ভালো করে' ব্যাখ্যা কর্‌বেন। আমাদের গ্রামে

Education among females একটা অদ্ভুত জিনিষ হ'য়ে পড়েছে, আর গোটা কতক গোঁড়া জুটে, এই আমাদের মত young menগুলো, যা'তে লোকের বিষ দৃষ্টিতে পড়ে, তার চেষ্টা কর্‌ছে।

বীরেন্দ্র—আচ্ছা—Kulinism, Polygamy, Infanticide যত সব অহিত কর্ম্মগুলো আমাদের এই বিশাল হিন্দুসমাজে আছে, সবগুলো লোকের চক্ষে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেব।

ভদ্রলোক—বেশ বেশ। আপনারা হচ্ছেন মহৎ লোক, আপনাদের আর কি শিখিয়ে দেব। আচ্ছা morality সম্বন্ধে ত বল্‌বেন?

বীরেন্দ্র—হঁা হঁা, সে বেশ আরম্ভ কর্‌ব। Oh gentlemen! your morality is at a very low ebb. You spend your time in vice and idleness, and in social and party quarrels. Education among females is unknown, kulinism, polygamy and everyday oppression has

made the life of the Hindu females unbearable.

ভদ্রলোক—বাঃ সুন্দর ! তবে ঐ ঠিক রইল। দেখ্‌বেন আর কোথাও যাবেন না যেন ?

বীরেন্দ্র—তা কথা যখন রইল—

ভদ্রলোক—তবে আসি। [নমস্কার করিয়া প্রস্থান]

আরদালির প্রবেশ

আরদালি—হুজুর, একটা লোক আপনাকে খুঁজছে।

বীরেন্দ্র—আস্‌তে বল। [আরাদালীর প্রস্থান]

বীরেন্দ্র—Old superstitionগুলো না দূর কর্‌তে পার্‌লে দেশের কোন উন্নতিই হবে না। মহাত্মা রামমোহন রায় আর দিন কতক বেঁচে থাকলে অনেকটা সুবিধা হ'ত। প্রতিমা পূজোটা উঠাতেই হবে—One invisible god must be worshipped as Brahman in the Unpanished.

ভূতনাথের প্রবেশ।

বীরেন্দ্র—তুমি কে ?

ভূতনাথ—আজ্ঞে, হুজুর আমি।

বীরেন্দ্র—আমি কি রকম ?

ভূতনাথ—আজ্ঞে আমি রামধন বাবুর পুরোণো চাকর।

বীরেন্দ্র—ও বটে, বটে। তা কি দরকারে এসেছ ?

ভূতনাথ—আজ্ঞে হুজুর, বড় বাবুর মাথা খারাপ হ'য়ে গেছে, তিনি সব জমিদারি বিশু সরকারের নামে লেখা-পড়া করে' দিয়েছেন। গিন্নি-মা আমায় পাঠালেন, আপনাকে এর উপায় করে' দিতে হবে।

বীরেন্দ্র—বিষয় ধীরেনের, ধীরেন যদি বিলিয়ে দেয়, তাতে বাপু কিছু আর কর্‌বার জো নেই। ধীরেনের যে মাথা খারাপ হয়েছে, এটা তোমরা প্রমাণ কর্‌তে পার ?

ভূতনাথ—হুজুর আপনার পায়ে পড়ি, আমি মুখ্যুসুখ্যু লোক অতশত বুঝি না—মনিবের বাড়ী চাকরি করে' এই পাঁচ শ টাকা জমিয়েছি, এই নিন্, আপনি বিশু সরকারের নামে আদালতে নালিশ করে' দিন। আমি বেশ জানি, বড় বাবু লাখ টাকা কখনই ধার করেন নি, ও বিশে ব্যাটার কারসাজি, কোম্পানির বিচারে বড়বাবু আবার বিষয় ফিরে পাবেন।

বীরেন্দ্র—তা'ও ত প্রমাণ কর্‌তে হবে যে ধীরেন অত টাকা ধার করে নি।

ভূতনাথ—আজ্ঞে আপনি আমায় একটু বলে' ক'য়ে দিলে, আমি ওদিকে সাক্ষীর জোগাড় দেখ্‌তে পারি। দোহাই হুজুর! তিনি বেঁচে থাক্‌লে কোন ব্যাটার ঘাড়ে এমন রক্ত নেই যে বেইমানি করে। অনেকদিন নেমক খেয়েছি, বোসেদের সর্ব্বনাশ প্রাণ থাক্‌তে দেখ্‌তে পার্‌ব না।

বীরেন্দ্র—তা এ যা ব্যাপার পাঁচ শ' টাকার কি হবে, মকর্দ্দমা হয় ত বিলেত পর্য্যন্ত গড়াবে।

ভূতনাথ—আমার বুকের রক্ত পাত করে' টাকা এনে দেব। আপনি টাকার জন্যে ভাব্‌বেন না, কিছু না পারি শেষে গিন্নিমার গায়ের গয়না বেচে দশ হাজার টাকা এনে দেব।

বীরেন্দ্র—আচ্ছা, তোমার বাবু এলেন না কেন?

ভূতনাথ—আগেই বলেছি হুজুর বাবুর মাথা খারাপ হ'য়ে গেছে। দু' কথায় বিশের নামে জমিদারি রেজেষ্টারি করে' দিলেন, একবার খালি জিজ্ঞেস কর্‌লেন "বিশুবাবু, উপরে ধর্ম্ম আছেন, লাখ

টাকা কি সত্যই নিয়েছি?" বিশে ব্যাটা পাষণ্ড, অনায়াসে বল্লে "হ্যাঁ বাবু, এক লাখ টাকা ধার নিয়েছেন।" বাবু আর কোন কথা না বলে' সমস্ত বিষয় বিশের হাতে ছেড়ে দিলেন। হুজুর, বাবু যে পথে বস্‌বে, ভূতনাথ বেঁচে থাক্‌তে তা দেখ্‌তে পার্‌বে না।

বীরেন্দ্র—ভাল, আমি মকর্দ্দমা নিলুম, কিন্তু খরচা পত্র দিতে হবে, আর যখন যা দরকার পড়্‌বে যেন পাই।

ভূতনাথ—ভগবান্ আপনার মঙ্গল কর্‌বেন। বিশে ব্যাটার ছেরাদ্দ করে' তবে আমি জল গ্রহণ করব।

[প্রস্থান]

বীরেন্দ্র—ক'দিন সুধীর এল না কেন? অমন ইয়ার আর হবে না। হরেন আছে বটে, বড় খোসামুদে, অতটা ভালো লাগে না। আজ আর হয়ত আস্‌বে না। [প্রস্থান]

দ্বিতীয় দৃশ্য

বিশু সরকারের কাছারী

বিশু সরকার ও রাখাল

রাখাল—বাবু, আপনি হ'লে কেউ খাজনা দিতে দু'কথা কইবে না। কর্ত্তা বাবু মরেছে, আপদ গেছে—এমন সৃষ্টি ছাড়া লোক দুনিয়ায় ছিল না। আল্লা কি নেই? তবে বড় বাবুর জন্যেই মনটায় বড় কষ্ট হয়, বড় বাবু কর্ত্তার মত নয়।

বিশু—কি কর্‌ব বাবা, আমার দেনা হ'ত, কিছু বল্‌তুম না—পর, সে শুন্‌বে কেন, কাজেই জমিদারী গেল। তা তোমাদের কোন ভয় নেই।

রাখাল—হ্যাঁ বাবু সেই হলেই হ'ল। আমরা অত জানি না, যে আমাদের মুখপানে চাইবে—তাকেই আমরা পীরের মত পূজো কর্‌ব। [প্রস্থান]

বিশু—এ দিকে ত এক রকম হ'ল। ওঃ, এমন সহজে কি কেউ বড় মানুষ হ'তে পারে? মা কালী দয়া কর্‌লেন তাই। কালীঘাটে গুষ্টি শুদ্ধ গিয়ে

জোড়া পাঁটা দিয়ে আস্‌ব। নীলমণে ব্যাটার জন্যেই যত ভাবনা। একে ব্যাটা মুখ্যু, কি কর্‌তে কি করবে—পণ্ডিতের সঙ্গে নরক বাস বরং ভাল তবু মুখ্যুর সঙ্গে স্বর্গ কিছু নয়। ব্যাটা সব ভেস্তে ছিল আর কি? কর্ত্তা যদি অক্কা না পেত, কি সর্ব্বনাশই হ'ত! ব্যাটার আর তর্ সয় না। ভাগ্যে উইল লেখা-পড়া হ'য়ে গিয়েছিল, আর কর্ত্তারও দিন ফুরিয়েছিল! ব্যাটা হাজার টাকা পেয়ে বিয়ে করে' ফেলেছে, ব্যাটার যা চোদ্দ পুরুষে হয় নি, তাই হ'য়ে গেল।

(নেপথ্যে নীলমণি—"বিশু দাদা—ওঃ বিশু দাদা!")

বিশু—সর্ব্বনাশ, ব্যাটা আবার এসেছে। এইটেকে গুম্ খুন কর্‌তে না পার্‌লে বিষয় সুখে ভোগ করা হবে না দেখ্‌ছি। (জোর গলায়) কেহে?—ভায়া? আরে এস, এস।

নীলমণির প্রবেশ

নীলমণি—আরে বাবা রাজত্যি কর্‌ছ, আমায় আর ভোগাও কেন, বাকিটা ঝাড় না?

বিশু—আরে ব'স না। কেমন আছ? বিয়ে করেছ নাকি?—ভাল কেমন বিয়ে কর্‌লে?

নীলমণি—সে আর বোলো না—বিয়ে করা না রাজত্যি করা—যতদূর গড়াই ততদূর বিছানা আর ঘড়িক ঘড়িক তামাক, বুঝেছ?—আর বুঝেছ—

বিশু—বেশ বেশ, তা কি মনে করে? আর কিছু চাই?

নীলমণি—আর কিছু-টিছু নয় বাবা, ও খুচরো নিয়ে সুবিধে হয় না। সংসারি হয়েছি, মিটিয়ে দাও, বাড়ী চলে যাই।

বিশু—তা নাও না।

[প্রস্থান]

নীলমণি—শালা ফাঁকি দেবার মতলবে আছে? বাবা অমন কর্‌লে গোবর মাঠময় করে' দেব, আমার আর কি, আমি ত নাম কাটা সেপাই। পিক-পকেটে ধরা পড়ে' ছ'মাস শ্রীঘর বাস করেছি, আড়-কাটিতে ছেলে ধরে' পাঁচ বৎসর ঘানি টেনেছি—না-হয় আর পাঁচ বৎসর? তুমি ব্যাটা বিশে সরকার, তোমায় নাকের জলে চোখের জলে কর্‌ব, তবে আমার নাম নীলমণি—যশোদার নয়নমণি!

বিশু সরকারের পুনঃ প্রবেশ

(নীলমণিকে অর্থ প্রদান।)

নীলমণি—কত ?

বিশু—হাজার।

নীলমণি—বটে! আটাশে ছেলে নয় বাবা? ও-সব হচ্ছে না, পঞ্চাশ হাজার চাই।

বিশু—দেখ, তুমি বড় অন্যায় কর্‌ছ। তুমি কি করেছ বল দেখি? নেহাৎ চক্ষু লজ্জার খাতিরে হ্যাণ্ড নোট-খানা নিজের নামে করিনি। তুমি কে হে? যদি তোমায় আমি মাঝখানে খাড়া না কর্‌তুম—

নীলমণি—বটে! বিশু বাবু, দেখ আমায় ঘেঁটিয়ে তুমি কখনই সুখী হ'তে পার্‌বে না, তা বল্‌ছি।

বিশু—এর আর কথা কি। তুমি যে আমায় বড় চোখ রাঙিয়ে কথা কচ্ছ? তোমার ধারি নাকি?

নীলমণি—এখনও বল্‌ছি যা কর্‌বে ভলো করে' বুঝে দেখ।

বিশু—এর ভেতর বোঝা-বুঝি আর কি বল—টাকা ত আর পাইনি, জমিদারি পেয়েছি।

নীলমণি—আচ্ছা তাই অৰ্দ্ধেক দাও।

বিশু—হাঃ হাঃ। তুমি জমিদারি নিয়ে কর্‌বে কি ?

নীলমণি—তামাসা নয় বিশুবাবু, তুমি হ্যাণ্ডনোটখানা আমার কাছ থেকে বাগিয়ে মনে করেছ জিতেছ, কিন্তু তা নয়। যদি আশা হ'তে বঞ্চিত কর, আমার প্রাণে বড় দাগা লাগ্‌বে। এখনও বোঝ —টাটকা গুকে ঘেঁটিয়ো না।

বিশু—(মনে মনে) ভাল আপদ্! হতভাগা আমার কি কর্‌তে পারে ? মকর্দ্দমা কর্‌বে ? টাকা পাবে কোথা ? এ বাজারে টাকা না হ'লে কিছু হয় না। এমন মুখ্যুটাকে অর্দ্ধেক বিষয় ছেড়ে দিতে হবে! না তা হ'তেই পারে না। নীলমণে পঞ্চাশ হাজার টাকার বিষয়ের অধিকারী, ভগবানের খাতায় কিছুতেই থাক্‌তে পারে না।

নীলমণি—ভাব্‌ছ কি ? আমি এক কথার মানুষ, স্পষ্ট জবাব দাও, আমি বাড়ী চলে' যাই।

বিশু—তোমায় আমি এক পয়সা দেব না—যা দিয়েছি যথেষ্ট হয়েছে

নীলমণি—কি! এক পয়সা দেবে না? বিশুবাবু, আমি অত্যন্ত নির্ব্বোধ, তাই তোমার কথায়

ভদ্রলোকের সর্ব্বনাশ করেছি। ভেবে দেখ বিশুবাবু, সে সময়ে আমার মত একটা লোক না পেলে তোমার কাজ কিছুতেই হাঁসিল হ'ত না। আমি গরিব, চুরি ডাকাতি করেই আমার জীবন কাটে, অত টাকা আমার সইবে না জানি, তবু আশায় পড়ে' তোমার দোরে হাঁটাহাঁটি কর্‌ছি। তুমি আমায় ফাঁকি দিলে, কিন্তু প্রাণ দিতে হয় সে'ও স্বীকার, তোমার সর্ব্বনাশ কর্‌বই কর্‌ব।

[প্রস্থান]

বিশু—বেটা আমার কি কর্‌বে? মকদ্দমা কর্‌বে? টাকা পাবে কোথায়?…ছোঁড়াটাকে কিছু দিলে হ'ত।

তৃতীয় দৃশ্য

নদীতীর

ধীরেন্দ্র

ধীরেন্দ্র—অমল ধবল নিশি; জ্যোছনায় ধুয়ে
গেছে ধরণীর দেহ, অন্ধকার রাশি

সভয়ে লুকায় ঝোঁপে ঝাঁপে, প্রকৃতির
কুটিলতা বিজন কুটীরে। ঘুচে গেছে
সংসার বাঁধন, ত্যাগের উজ্জ্বল দৃশ্যে
আলোকিত হৃদ্‌রঙ্গভূমি—বাসনার
বেড়া বাঁধা হৃদয়ের পাশ, দৃষ্টিহীন
নিবিড় তমসাপূর্ণ সমস্ত বেদনা
সেথা লয়েছে আশ্রয়। গেছে ধন, গেছে
মান, গেছে যশোরাশি, গৃহহীন আজি,
লোকচক্ষে উন্মাদ হইয়া ভ্রমি, বাস-
ভূমি হয়েছে শ্মশান—সংসারের সব
সুখে একে একে বিচারে নিরস্ত করি,
ডুবায়েছি বিস্মৃতির কোলে ; তবু কেন
শান্তিধারা ঢালি, ক্ষুদ্র প্রাণ শীতলিতে
নারি। হায় ক্ষুদ্র জীব ! শুধু ক্রীড়নক
তুমি, ক্রীড়াচ্ছলে খেল যাঁর করে, তাঁর
তরে ব্যাকুলতা কোথা ? কি বলে' ডাকিব
তোমা, ওগো মোর অন্তরদেবতা, তুমি
যদি সকলের পিতা, ব্যাথা কেন বাজে
সন্তানের, কেন পথ রেখেছ লুকায়ে ?

কেন অন্ধ আঁখি, কেন পঙ্গু অসমর্থ
উপনীতে তব পাশে ? দাস আমি, দুঃখ-
ভারে পীড়িত অন্তর, করুণায় কোলে
তুলে লও, বোঝা আর বহিতে না পারি ।

ধনাক্ষ্যাপার প্রবেশ

ধনাক্ষ্যাপা—দিব্যজ্ঞানপ্রদায়িনি, দিব্যজ্ঞান দাও
গো আমারে, দুজ্ঞেয় রচনা তব, দিব্য-
চক্ষে দেখি গো জননি । নিশীথিনি, এই
যে ফুটন্ত হাসি, কার প্রতি হাসি করি
পরকাশ লীলার লহরী তুলিয়াছ
বিশ্বরাজ্যে ? কার চুরি করা রূপরাশি
জড়ায়ে আপন অঙ্গে সুষমায় ভরে’
দেছ নিখিল জগৎ ? নিশি-পুষ্প, কোথা
হ’তে কাহার সৌরভ বুকে করে’ আনিয়াছ
এ মরতে ? মুগ্ধ জীব গন্ধ ঘ্রাণে তব ।
প্রতি পরমাণু কাহার বিভূতি ধরি
এ ধরা রচেচে ? কার সুশাসনে বহে
নদী কলরোলে, ছুটে চলে’ সাগরের

কোলে ? দিবাকর করে পরকাশ দিব্য
জ্যোতিঃ ? সাধুর পবিত্র করে কে দিয়াছে
সত্যেরে বাছিয়া ? পর্জ্জন্য প্রাণীর প্রাণ,
ভূমি কেন বীজের আধার ? এ রহস্য
অতি চমৎকার, তুমি না বুঝালে দেবি
কে বুঝাতে পারে ?

[প্রস্থান]

ধীরেন্দ্র— তুমি না বুঝালে দেবি
কে বুঝাতে পারে ? কে দেবী ? কোথায় দেবী
তুমি কি গো মূর্ত্তিমতী, মানবের মত ?
মানবভাষায় তুমি কি গো বুঝায়ে দেবে
ক্ষিপ্ত সন্তানেরে—তুমি আছ ?

সুধীরের প্রবেশ

সুধীর— হে যুবক,
সকল সংশয় নিমেষে টুটিয়া যায়
দেবতার বরে। এস যদি মম সাথে
একজনে দিব দেখাইয়া, যে তোমার
দুঃখভরা প্রাণে ঢেলে দিবে অমৃতের

ধারা—শান্তি পাবে, সমস্ত বেদনারাশি
যাবে পলাইয়া।

ধীরেন্দ্র— ভাল, তাই হোক। কিন্তু
এই শেষ হেথা সেথা বৃথা আনাগোনা।

[উভয়ের প্রস্থান]

চতুর্থ দৃশ্য

পথ

নীলমণি

নীলমণি—উঃ! পঞ্চাশ হাজার টাকা—পঞ্চাশ হাজার টাকা! শালা ফাঁকি দিলে? কি কর্‌ব, আমার কথা কে গ্রাহ্য কর্‌বে? আমি চোর, আমি ভণ্ড, আমার কথা কে শুন্‌বে? উঃ! পঞ্চাশ হাজার টাকা ফাঁকি দিলে! চুরি বিদ্যে এইবার ছাড়্‌ব, ফাঁকি আর কাউকে দেব না। আমার আক্কেল হয়েছে। উঃ, পঞ্চাশ হাজার টাকা! বাড়ীতে চাল নেই, পরের মেয়ে গলায় ঝুলিয়েছি, তাকে খাওয়াতে হবে;

—কি খাওয়াব ?…উঃ, পঞ্চাশ হাজার টাকা ! যাক্‌গে ভিক্ষে করে' খাব, আর ভিক্ষে করেই বৌকে খাওয়াব। পঞ্চাশ হাজার টাকা শালা ফাঁকি দিলে ? · যাক্‌গে, আর ভাব্‌ব না, ভিক্ষে করে' খাব। বিশেরে, তুই বেটা দম ফেটে মর্‌বি, মুর্দ্দফরাসে তোকে পোড়াবে। পঞ্চাশ হাজার টাকা!

জনৈক ভদ্রলোকের প্রবেশ

নীলমণি—মশাই ভিক্ষে দিন, আর চুরি কর্‌ব না, ভিক্ষে করে' খাব। বিশে শালা আমায় ফাঁকি দিয়েছে—পঞ্চাশ হাজার টাকা ! দিন মশাই ভিক্ষে দিন।

ভদ্রলোক—আ ম'ল, কোথাকার আপদ কোথায় !

[প্রস্থান]

নীলমণি—উঃ ! এত ছোট হলুম, এত বিনয় করে' বল্লুম, তবু ভিক্ষে দিলে না ? মানুষকে ভিক্ষে কর্‌তে নেই—চুরি করেই খেতে হবে, লোকের গলায় পা দিতে হবে। কি কর্‌ব, আমায় যে কেউ ভিক্ষে দেবে না—কিম্বা আমায় ভিক্ষে কর্‌তে

নেই, ভিক্ষায় অভাব মেটে না। বলহীন নই, বোবা নই—যাচিঞা করব না ; চুরি কর্‌ব, ডাকাতি কর্‌ব, গলায় ছুরি দেব।

ভূতনাথের প্রবেশ

নীলমনি—মশাই ভিক্ষে দিন। পঞ্চাশ হাজার টাকা ফাঁকি দিয়েছে। ওরে বিশেরে, দম ফেটে মর্‌বি—দম ফেটে মর্‌বি !

ভূতনাথ—একি, লোকটা দেখ্‌ছি পাগল, এ বিশে ব্যাটার নাম করে কেন ? ওঃ, এ যে সেই দেখ্‌ছি। ওহে, তোমার এদশা কর্‌লে কে ?

নীলমণি—ভিক্ষে দিন। না না, ভিক্ষে চাই না ; চুরি কর্‌ব—জেলে দেবেন ? ভয় নেই। বিশেরে, পঞ্চাশ হাজার টাকা !

ভূতনাথ—এর ভেতর কিছু আছে। এই নাও।

(অর্থ প্রদান)

নীলমণি—আপনি দেখ্‌ছি ভদ্রলোক। মশাই, বিশে ব্যাটা আকাশের চাঁদ হাতে ধরে' দিয়ে নিজের কাজ করে' নিলে, আশার কুহকে ফেলে আমায়

পাগল সাজিয়ে দিলে। বিশের ভাল কিছুতেই হবে না, সে ব্যাটার কুট মহাব্যাধি হবে।

ভূতনাথ—পঞ্চাশ হাজার টাকা কি বল্‌ছ?

নীলমণি—বোসেদের খাজনা গাপ করে' বড়বাবুর কাছ থেকে দশহাজার বলে' লাখ টাকার হ্যাণ্ড-নোট কেটে নিয়েছে—আমায় পঞ্চাশ হাজার দেবার কথা, তা শালা আমায় ফাঁকি দিলে। ওরে বিশেরে……

ভূতনাথ—লোকটাকে হাত করলে অনেক কাজ হবে দেখ্‌ছি, ধর্ম্মের ঢাক আপনা আপনিই বেজে ওঠে। দেখ, তোমার কোন ভাবনা নেই, আমি তোমায় খেতে দেব, ভিক্ষে কর্‌তে আর হবে না। আদালতে তুমি যা জান সব কিন্তু বল্‌তে হবে।

নীলমণি—আমায় তুমি তুটি' তুটি খেতে দিও, আর আমার বৌ আছে তাকেও খেতে দিও, আমি তোমার গোলাম হ'য়ে থাক্‌ব। বিশে ব্যাটার সর্ব্বনাশ কর্‌তে আমার জান দিতে হয় সে'ও স্বীকার। উঃ ব্যাটা আমায় পথের ফকির করেছে—পঞ্চাশ হাজার টাকা ফাঁকি দিয়েছে।

ভূতনাথ—দোহাই মা কালি, এ দায়ে যদি উদ্ধার পাই সোণার মটুক দিয়ে তোমায় পূজো দেবো। লোকটা জাল হ্যাণ্ডনোটের সকল কথাই জানে দেখ্‌ছি। টাকার শোকে মাথা খারাপ হ'য়ে গেছে, খাওয়ালে দাওয়ালে ঠাণ্ডা হবে। তুমি এস, তোমার কোন ভাবনা নেই, যা দরকার আমি সব দেব। তোমার বৌকেও নিয়ে এস, আমি ঘর দেব, থাকবে।

নীলমণি—আর চুরি কর্‌ব না, লোকের সর্ব্বনাশ কর্‌ব না, তোমার গোলাম হ'য়ে থাক্‌ব! বিশে ব্যাটার বুকের রক্ত পাই ত প্রাণের জ্বালা জুড়োই।

ভূতনাথ—এস, আমিও তোমার মত পাগল হ'য়ে আছি। বিশের সর্ব্বনাশ তোমা হতেই হবে, আমি উপলক্ষ মাত্র।

পঞ্চম দৃশ্য

কালীমন্দির

ধনাক্ষ্যপা

(গান)

ধনা— জেগেছে নূতন ভাবনা
যেতে হবে এঘর ছেড়ে
কোথায় যাব তা নাই জানা ॥
যেন চুপে এসে কে কাছে বসে'
কত কথা কয় হেসে হেসে
নে যাবে সে নূতন দেশে
কারু কথা শুনবে না ॥

এ ভারত দেবতার লীলানিকেতন
যুগে যুগে অধর্ম্মে করিয়া ক্ষয়, সত্য
যাহা প্রকাশের ছলে মানব আকারে
আপনি উদয় হন জগতের পতি।
বাজে বাঁশি বাপীতটে সুমধুর সুরে,
সে সুরলহরী তরঙ্গে তরঙ্গে ব'য়ে
যায় গৃহস্থের দ্বারে, মুগ্ধ যত নর-

নারি বাদকের করে গুণগান। হেসে
ফেরে পবন ঘৃণায়, মানবের হেরি
আচরণ, ক্ষোভে দুঃখে অভিমানে। ওহে
লীলাময় আমরা কিছুই নই, যত
কিছু তোমার মহিমা, তরঙ্গ আকার
মাত্র, মহিমা মণ্ডিত হ'য়ে লোকহৃদে
করিয়া ভ্রমণ, তোমার লীলার গুণ
করি পরকাশ—খ্যাতি যশ কিছু নাহি
চাই—চাহি শুধু তোমারে জানিতে। আসি
এই নরাকারে সনাতন হিন্দুধর্ম্ম
অবনীতে করিতে প্রচার, একা এসে
নির্জ্জনে বসিয়া অবিরত বংশীধ্বনি
কর, সে ধ্বনি বহিয়া ঢালিয়া দিয়াছি
কানে যত ভাবুকের, ভারতের শেষ
কীর্ত্তি ভস্মস্তূপে ছিল যারা জেগে বসে,
একে একে ছুটে আসে তোমার আহ্বানে।
হে দেবতা আমারে বিদায় দেহ, লীলা
খেলা দূর হ'তে দেখি তব।

[প্রস্থান]

ধীরেন্দ্রের প্রবেশ

ধীরেন্দ্র—   এই সেই
সন্ন্যাসীর পবিত্র আশ্রম। দ্বিপ্রহর
নিশি, সমস্ত জগৎ ঘুমায়ে পড়েছে
যেন দিবসের শ্রমে! সুধীর এরই
কথা বলেছিল—কোথা সে তাপস? সে কি
কভু হরে' নিয়ে হৃদয়ের ব্যাথা চির
শান্তি ফিরে দেবে? কে—কে সে মহাপুরুষ?
অষ্টমীর চাঁদ অর্দ্ধ নিশি আপনার
কিরণমালায় ভুবন সাজায়ে দিয়ে
বুঝি পুনঃ ঢ'লে পড়ে গগনের গায়,
এখনি আঁধারে বিশ্ব ডুবিবে আবার।
কোথা তুমি হে সন্ন্যাসি, এস শয্যা ত্যাগি,
এ ব্যাধির কর প্রতিকার; বড় জ্বালা
অন্তরে রাখিয়া, এসেছি তোমার পাশে।
কৈ কেহ নাই? কোথা তুমি? রুদ্ধ যে গৃহ-
দ্বার।

(দরজায় ধাক্কা দিয়া)

উঠ উঠ, যদি কেহ থাক।

রামদাসের প্রবেশ

রামদাস— আয়
ওরে চির পরিচিত চির আদরের
মহাকর্ম্মী, তোর অপেক্ষায় কত নিশি
জাগরণে গেছে কাটি—আজি কি পড়েছে
মনে ?

ধীরেন্দ্র— একি আজ নব উন্মাদনা ! যেন
কত জানাশুনা ছিল এর সনে, যেন
জন্ম জন্ম এরি পায়ে বাঁধা প্রাণ, যেন
জীবনের যাহা কিছু আছে, সব দিতে
আসিয়াছি হেথা । এ কি দুর্ব্বলতা ? ওগো
যাদুকর কি মন্ত্রপ্রভাবে হরে' নাও
সর্ব্বস্ব আমার—কায় মন সকলি কি
নেবে কেড়ে ? আমি বলে' রাখিবেনা কিছু ?

রামদাস—ওরে ওরে হৃদয়ের ধন, নবযুগ
আসিছে নবীন সাজে, উজলিয়া সারা
ধরা তরুণ তপন, গগনের গায়ে
যেন । ঐ দেখ মার মুখে হাসি, হাসিছে

জননী আজি, দোঁহার মিলন হেরি। হে
বাছনি চিনিতে পার না? চিনিতে পার
না আপনার ভাব যদি ভাষায় হয়
আবির্ভাব? শক্তি যদি মূর্ত্তিমতী হ'য়ে
সম্মুখে দাঁড়ায়, কর্ম্ম যদি ধরে কভু
কর্ম্মীর আকার? শুন বাছা যুগে যুগে
এইরূপে দোঁহে আসি যাই; তুমি যন্ত্র
আমি যন্ত্রী, তুমি বল আমি বুদ্ধি, দোঁহে
মোরা বিধির নিয়মে বাঁধা।

ধীরেন্দ্র— টুটিয়াছে
সংশয় বাঁধন। তবু চাহি হে তাপস
যুক্তি তর্কে কার্য্য মম স্থির করে' নিতে।
দুটি প্রশ্ন। জান কি, কে রচেছে বিশাল
ধরণী, জলে স্থলে অন্তরীক্ষে মহিমা
যাঁহার অনাদি অনন্ত কাল করিছে
প্রচার?

রামদাস— হাঁ জানি, সে এই বিশ্বের রাণী,
যাঁর কোল ছাড়া হ'লে আতঙ্কে শিহরে
প্রাণ, যাঁর করুণায় হাসি খেলি আত্ম-

হারা হ'য়ে, যাঁর অতুল বিভবে হাসে
ধরা বিপুল পুলকে। হে যুবক, তুমি
আসিয়াছ হেথা দেখিবারে জগতের
মায়ে ?

ধীরেন্দ্র— একি এ নূতন কথা শুনি আজি
সন্ন্যাসীর মুখে ? হে দেবতা, তুমি কিগো
দেখায়ে দেবে বিশ্ব জননীরে চাঁদেরে
দেখায়ে দেয় অঙ্গুলিনির্দ্দেশে সন্তানে
প্রসূতি যথা ? সত্যময় অগ্নিবর্ণে এ
ভাষা তোমার মুখে, হৃদয়ের দুর্ভেদ্য
আঁধার নিমেষে করেছে দূর। বল হে
সন্ন্যাসী শ্রীচরণে ধরি, সংশয়ে রেখ
না আর, বল ত্বরা, এই দুটো আঁখিতারা
দিয়ে তাঁহারে কি দেখা যায় ? তাঁর বাণী
মরমে কি বাজে ? সে কি হে জীবন্ত রূপে
আমা সম অভাগারে দিবে দরশন ?

রামদাস—অসম্ভব কিবা আছে ? শুন বাছা, ছেলে
শুনে জননীর কথা, মাতৃক্রোড়ে রহে
যেই সেই সদা মাতৃমূর্ত্তি হেরে। ওয়ি

মাতঃ, এ পাগল তোর কাছে সদা যেতে
চায়।

ধীরেন্দ্র— নাও তবে সর্ব্বস্ব আমার ; দেহ
মন জীবন যৌবন সমর্পিনু সব
তব করে—জননীরে দেহ দেখাইয়া।

রামদাস—শক্তিমন্ত্র দিব তোর কানে, সারা ধরা
স্তম্ভিত হইবে শুনি তোর বীরবাণি,
এ ভারত মৃত দেহে পাবে নব প্রাণ,
আর্য্যধর্ম্ম পুনরায় আসিবে ফিরিয়া।

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

রামধন বসুর বাটীর সম্মুখস্থ রাস্তা

ভূতনাথ ও নীলমণি

ভূতনাথ—এই বাড়ীর একদিন কি জাঁকই ছিল। পূজোর সময় কত ছেলে পিলে এসে ঠাকুর গড়া দেখ্‌ত—রাত্রিদিন সোরগোলে বোসেদের বাড়ী সরগরম থাকৃত। গিন্নিমা সাঁত বছরের মধ্যে মারা গেলেন, বড়বাবু বিবাগী হলেন। যা কিছু ছিল সব খরচ করে' মকর্দ্দমা চালালুম—বরাতে কি আছে তা-ও জানিনা। বিলেত থেকে হুকুম এলে যা হোক্ হবে—আর ছাই বিষয় ফিরে পেলেই বা ভোগ করবে কে?

নীলমণি—ভুতো দা, তুই অত ভাবিস কেন? বরাত ছাড়া ত পথ নেই।

ভূতনাথ—নীলু, আমার ভাবনার কথা তুই কি বুঝবি? এই বাড়ীর ইট পুঁততে তদারক করেছি, আবার ঐ

দেখ বাড়ী ভাঙ্‌তে আরম্ভ করেছে তাও দেখ্‌ছি। চোখের সাম্‌নে ভোজবাজীর মত, ফুলের মত ফুটে উঠ্‌ল আবার রোদের তাতে সব শুকিয়ে মাটিতে ঝরে' পড়্‌ল। নীলু, এও আমি বুড়ো বয়সে বসে' দেখ্‌ছি!

নীলমণি—আর দুঃখ করে' কি কর্‌বি ভূতো দা। শুন্‌লুম বড়বাবু রামদাস বাবাজীর আখড়ায় আছেন, মকর্দ্দমার খবর যদি ভাল হয়,আমি হাতে-পায়ে ধরে' বড়বাবুকে বাড়ীতে আন্‌ব, বিয়ে থা দিয়ে বোসেদের সংসারকে যেমন ছিল তেম্‌নি করে' তুল্‌তে হবে।

ভূতনাথ—সুখ একবার আসে ; কারো বা আগে, কারো বা পিছে। বোসেদের সুখের দিন ফুরিয়েছে, আর সেদিন ফির্‌বে না, গিন্নিমা সর্ব্বস্ব খরচ করে' মকর্দ্দমা চালিয়ে গেছেন—হায়, হায়, তিনিও শোকে দুঃখে কোথায় চলে' গেলেন।

নীলমণি—ভূতো-দা এক কাজ কর্‌লে হয় না ?

ভূতনাথ—কি ?

নীলমণি—এত সর্ব্বনাশ ত ঐ বিশে ব্যাটা কর্‌লে, তা ব্যাটাকে থোড়কুঁচি কর্‌লে হয় না।

ভূতনাথ—ছিঃ, নরহত্যা মহাপাপ।

নীলমণি—যে শত্রু, যার কার্য্যে গ্রামের একটি বর্দ্ধিষ্ণু পরিবার ছারখার হ'য়ে গেল, তা'কে হত্যা কর্‌লে কি মহাপাপ হয়?

ভূতনাথ—বড়বাবুর মুখে শুনেছিলুম বটে শত্রুবধে পাপ নেই, কিন্তু রাজা ত ছাড়্‌বে না।

নীলমণি—রাজা ত মানুষ, মানুষ আমার কি কর্‌তে পারে? প্রাণ নেবে বই ত নয়? এ প্রাণ ত চিরকালের জন্য নয়, তবে আর ভয় কিসের? ভূতো-দা, ও শুধু তোমার আমার শত্রু নয়, ও দশের শত্রু, দেশের শত্রু।

ভূতনাথ—ভগবান্ আছেন। তিনি এর দণ্ড দেবেন, তুমি আমি কে নীলমণি!

নীলমণি—ভগবান দণ্ড দেবেন! আমি অত তত বুঝি না। ভগবান তবে আমাদের সৃষ্টি করেছেন কেন? একটি সামান্য পাপীকে দণ্ড দিতে হ'লে, যদি ভগবান্‌কে শাসনদণ্ড নিতে হয়, তবে তুমি আমি কিসের জন্য? রাজা সোণার সিংহাসনে বসে' থাকেন, রাজার কর্ম্মচারী দেশ শাসন করে;

ভগবান্ স্বর্গে, আমরা তাঁর কর্ম্মচারীরূপে কি অন্যায়ের সাজা দিতে পারি না? অবশ্যই পারি। ভয় কিসের? দুনিয়ায় যদি ভয় কর্‌তে হয়, তবে সে একমাত্র ভগবান্‌কে, নীলমণি আর কাউকে ভয় করে না। বিশে ব্যাটার দিন ফুরিয়েছে, ভূতো দা এ কাজে আমায় বাধা দিস্ না।

ভূতনাথ—স্বভাব ত মলেও যায় না। নীলমণি চল ভাই, এ্যাটর্ণি বাবুর বাড়ী যাই।

নীলমণি—চল।

[উভয়ের প্রস্থান]

দ্বিতীয় দৃশ্য

কালী মন্দিরের মধ্যেকার প্রাঙ্গন

রামদাস, ধনাক্ষ্যাপা, ধীরেন্দ্র, সুধীর প্রভৃতি

রামদাস—সত্যকথা, এ জগৎ মহাকর্ম্মক্ষেত্র,
অলসতা এ ক্ষেত্রের মহাপাপ। ভাবে
করে নরে কর্ম্মবীর; কঠিন শৃঙ্খল
লৌহময়, হেমহারে হয় পরিণত,

যদি তারে স্পর্শে কভু পরেশ পাথর।
মাতৃভাব মহারত্ন হৃদয়ে পাইলে
স্থান, মানব দেবত্ব পায়, ছিঁড়ে ফেলে
সংসারের জাল। স্বতন্ত্র স্বাধীন সেই
ভাবের অমর বীর্য্য লভেছে যে জন।
বৃথা আলোচনা, বৃথা সে প্রচার কার্য্য
যদি তাহে ভাব নাহি রয়। হে সাধক
যাও তুমি মহাভাব লয়ে, ফির দেশে
দেশে। নিয়তির আবর্ত্তনে ক্লিষ্ট নর-
নারি, অমৃতের পাইলে আস্বাদ, বৃথা
সুখে দূরে পরিহরি সত্যেরে ধরিবে
বুকে ; আবার উজ্জ্বল চিত্র ভারতের
ইতিহাসে উঠিবে ফুটিয়া। স্তূপীকৃত
তুলারাশি ক্ষুদ্র অগ্নিস্পর্শে যথা নাশ
পায়, সব দুঃখ যাবে দূরে, ধর্ম্মনীতি
জগতে প্রধান। রিপুকুল অতিশয়
ব্যাকুল করিবে যবে, ব্রহ্মচর্য্য মহা
অস্ত্র করিবে ধারণ, ত্রাসে রিপুরাজি
বিমলিন হবে, ত্যাগের পবিত্র শক্তি

উঠিবে জাগিয়া। যদি এসেছ এদেশে
এমন পদাঙ্ক তুমি যাইবে রাখিয়া,
যেন ভাবীবংশ অবহেলে সেই পথে
চলিবারে পারে। যাও বৎস ! মনে রেখো
হিংসায় হবে না কার্য্য ; চাই প্রেম, ভক্তি
মুক্তি বিবেক বৈরাগ্য—এ সকল প্রেম-
প্রস্রবণ।

ধীরেন্দ্র— আসি তবে হে তাপস, দূরে
বহুদূরে যাই চলে। চরিত্রসম্পদ্
মানবের প্রধান সম্বল। ব্রহ্মচর্য্য
মহাশক্তি। মা গো ! তোমার সন্তান ভুলে
গেছে আর্য্য রীতিনীতি, হীরকে ফেলিয়া
দূরে কাচেরে আদর করে। মোহমদে
মত্ত আর্য্যভূমি, মিথ্যা স্বপ্ন ভেঙে দিতে
হবে, গুরুদেব ! আশীষ সন্তানে, যেই
শিক্ষা লভিলাম তব পদমূলে, ব্যর্থ
কভু নাহি হবে তাহা। মৃন্ময়ী জননী
পূজি চিনিয়াছি দেশজননীরে, মাতৃ-
ভাব মাতৃভক্তি প্রচারিব দেশে দেশে,

পশ্চিম প্রদেশ কুটনীতিজালে পশু-
বলে আবদ্ধ করেছে পূর্ব্বে, পূর্ব্ব হ'তে
মহাশক্তি জাগাব নিশ্চয়, সমুদয়
ধরা পদানত হবে পূরবের, ধর্ম্ম-
যুদ্ধে বীরজাতি হবে পরাজিত। আসি
তবে হে সন্ন্যাসি, পেয়েছি নূতন মন্ত্র,
চলিলাম তোমারি আদেশে [প্রস্থান]

সুধীর— গুরুদেব,
আমার কি হবে ?

রামদাস— মাতৃভাব দুইবিধ।
মার্জ্জারশাবক, দেখ, জননীর সদা
কোলগত, মুখে করে' হেথা সেথা করে
আনাগোনা ; নিতান্ত অধীন রহে নিজ
জননীর, প্রয়োজনবোধে ক্ষীণ কণ্ঠে
করে শব্দ, জননীর করুণা লালসি।
অন্যদিকে হের অন্যভাব। লভি জন্ম
মাতৃক্রোড়ে বুঝে লয় আপনার কাজ
কপির শাবক দৃঢ় করে ধরে' বৃক্ষ
শাখা, স্বভাবের বশে ঘুরি ফিরি পুনঃ

আসি জননীরে করে আলিঙ্গন। বাছা
তুমি রহ জননীর কোলে, সংসারের
শান্তিতরুরূপে—তাপক্লিষ্ট সংসারের
যত পাখী শাখী নাশিবে রজনী এলে
তোমার আশ্রয়ে দিবসের সব শ্রম।

সুধীর— তবাদেশ প্রাণপণে পালিব নিশ্চয়।

[প্রস্থান]

ধনাক্ষ্যাপা—হে দেবতা, কার্য্য অবসান, আর কেন
আমারে বাঁধিয়া রাখ? যে বীজ রোপিলে
আজি ভারতের বুকে, কালে তাহা হবে
পরিণত। ঘরে ঘরে প্রসবিবে কুল-
লক্ষ্মীগণ বীরপুত্রগণে, দৃঢ়মনা
নির্ভীক কুমার হেরি শমন ডরাবে।
অমর ভবন সম সুজলা সুফলা
শ্যামা, চিরফুল্ল এই হিন্দুস্থান গা'বে
ভবে তোমার মহিমা গান। মসী-মাখা
ভব-কারাগারে তরাসে রহিতে নারি,
কি জানি কথন লাগে কলঙ্কের কাল
দাগ। হে দেবতা, আমারে বিদায় দেহ।

রামদাস—ধনেশ্বর, দু'জনায় চলে' যাব এক
সঙ্গে এক পথে, তাই তোরে ছেড়ে দিতে
নারি। ব্রহ্মচারি, তরাস কিসের? মহা
বীর্য্য ব্রহ্মশক্তি ব্রহ্মরন্ধ্রে যত্নে রেখে
দেছ, কার সাধ্য তোমারে টলাতে পারে
পাপের কুহক রাজ্যে? গাহ একবার
তার স্বরে মায়ের মহিমা গান, ঘুচে
যাক্ মনের আঁধার।

ধনাক্ষ্যাপা— যথা আজ্ঞা দেব।

(গান)

চিত নিমগন প্রেম সাগরে।
নিমগিয়া নিরবধি ভাব সদা মুলাধারে।
সেথা বিকশিত অরুণ কিরণ ছটা
মধুগন্ধ মাখা মুক্ত মলয় মারুতে
তিরপিত দরশন কিবা রূপের ঘটা
তুমি হৃন্ময়ী চিণ্ময়ী জগৎপালিনী রে,
নাশ আঁধার সঞ্চয়ি নিতি নিতি এ সংসারে॥

তৃতীয় দৃশ্য

বীরেন্দ্রনাথের বৈঠকখানা

বীরেন্দ্র ও হরেন

বীরেন্দ্র—ছিঃ ছিঃ সভ্যতার আলোকে ভারতের ললাট দেশ উজ্জ্বল হ'য়ে উঠ্‌ছিল, এমন সময়ে ক'ব্যাটা বাবাজী জুটে দেশটাকে টেনে ধরে' রাখ্‌লে। হরেন তুমি কি বল? হাঁহে, ধীরেন একেবারে গোঁড়া হ'য়ে উঠেছে নাকি? সুধীরও না? আ মোলো! ব্যাপার কি?

হরেন—(মদ্যপান করিয়া) আর বাবা দেশের মধ্যে কি মানুষ আছে, তা না হ'লে রামা ব্যাটার খাতির বাড়ে? আমি বড় গলা করে' বল্‌তে পারি, তোমার মত গলার আওয়াজ আর কারো নেই।

বীরন্দ্র—শুধু আওয়াজ?

হরেন—কত কারচুপি, যেন পরদায় পরদায় ওঠে, পরদায় পরদায় নামে—শুন্‌তে শুন্‌তে ঘুমিয়ে পড়ি।

বীরেন্দ্র—দেশটা ত জমে?

হরেন—একেবারে আচার।—আমি ত লক্ষ্মীপূজো তুলে দিয়েছি, লোকে আমায় লক্ষ্মীছাড়া বলে।

বীরেন্দ্র—বলুকগে।

হরেন—তা বৈ কি। তুমিই আমার authority, শাস্ত্রের পোকা।

বীরেন্দ্র—যাক্। ধীরেন কি লেক্‌চার দিচ্ছে।

হরেন—আরে ছিঃ, সে কটা লোকে শোনে? দেখ্‌ছ না এখানে কল্কে পেলে না, বিলেত যাচ্ছে। সেখানে কি এ গেরুয়ার ঝোপ্‌পা ঝুপ্‌পি চল্‌বে? তারা বাবা Raw goods, Brandy না হ'লে হজমের জোটী নেই।

বীরেন্দ্র—কি বাজে বক্‌ছিস্।

হরেন—বাজেই বক্‌ছি! বলি ও ব্যাটার আক্কেল কি, ব্যাটা বড় বেআক্কিলে। আর ঐ সুধীরটা, তোমার কত খেয়েছে বল দেখি? একটু ধর্ম্মজ্ঞান নেই। যার খাই তার গাইতে হয়। ব্যাটা নেমক-হারাম।

বীরেন্দ্র—ছিঃ ছিঃ! হে ভারতবাসী, তোমাদের অদৃষ্টে সুখ নেই। প্রতিমা পূজার কথা আবার তুল্‌তে আছে—না-ও-সব ভণ্ডামির বেশে আর সভ্য জগতে যেতে আছে। ভারতবাসীকে একে ত

সকলে অসভ্য বলে, ধীরেন যদি পাগলামি করে' বিলেত যায়, তবে ত দেশের দফা রফা ; সাহেবরা হাসবে আর কি। ছিঃ ছিঃ !

হরেন—গলায় দড়ি। গলায় দড়ি।

বীরেন্দ্র—ও কিসের জন্য যাচ্ছে ?

হরেন—প্রচার, প্রচার—ওর গুষ্টির মাথা। ছোঁড়াটা পাগল হ'য়ে গেছে। আর ঐ এক ব্যাটা রামদাস, নচ্ছার ব্যাটা কি যাদু জানে—যত ষণ্ডা ষণ্ডা ছেলে গুলোকে ভুলিয়ে রেখেছে। বিয়েথা কর্‌তে দিচ্ছে না, শুন্‌তে পাই কতগুলো ছুড়ি ওর ভেতর আছে, তারা সবাইকে ভেড়ুয়া কর্‌বার ওষুধ জানে।

বীরেন্দ্র—কি পাগলামি কর।

হরেন—পাগলামিই কর্‌ছি বটে !

বীরেন্দ্র—এ কি ভাব—ও ব্যাটা বাবাজীর এমনকি শক্তি আছে যে এত শিক্ষিত লোকগুলোকে দেখ্‌তে দেখ্‌তে বস করে' ফেল্‌লে ? ধীরেনের মকর্দ্দমার খবর কিছু বল্‌তে পার ?

হরেন—নাও কথা। হাতি ঘোড়া গেল তল, ভেড়া

বলে কত জল। তুমিইত ওদের Case conduct করছিলে?

বীরেন্দ্র—Caseটা আমার হাতে ছিল বটে কিন্তু আমি ছেড়ে দিয়েছি।

হরেন—তবে ত হার হয়েই রয়েছে। পয়সাকড়ির টান পড়েছিল বুঝি?

বীরেন্দ্র—তুমিও যেমন, ছেঁড়াক্যাটা নিয়ে কে ঘুরে মরে বল। বিজয় ছোঁড়া নতুন ব্যারিষ্টার হয়েছে, শুনছি কেস্‌টা নিয়ে খুব খাট্‌ছে—আমার কাছে অনেকবার information নিতে এসেছিল।

হরেন—বিলেত আপিল করেছে, তাহ'লে বিষয়টা পেলেও পেতে পারে। তুমি বাবা রাঘব বোয়াল, আস্ত গেল—তোমার হাত থেকে গেছে গরীবের ভরসাই হয়েছে।

বীরেন্দ্র—কি ভাব্‌ছ?

হরেন—একটা Programme করে' ফেল, নেহাত নিরিমিষ্যি যাচ্ছে।

বীরেন্দ্র—চল বাগান যাওয়া যাক।

হরেন—সেই ভাল। [উভয়ের প্রস্থান]

চতুর্থ দৃশ্য

রামধন বসুর বাটী

বিশু সরকার

বিশু—ওরে হরে, এক ছিলিম তামাক দিয়ে যা না, ব্যাটা কোথায় যায় তার ঠিক থাকে না। ঘরটায় আর একবার কলি ফেরাতে হবে দেখ্‌ছি। পূজো আস্‌ছে, দালানটায় এক পোঁছ রঙ দিলে মন্দ হয় না। কার টাকা কে খায় দেখ। কত ফেরফার কর্‌তে হল। আমার মাথাখানার দামই ত লাখ টাকা। নীলমণে ব্যাটা মকর্দ্দমাটা ফাঁসিয়ে দেবার যোগাড় করেছিল। ধীরেনবাবুর হাতে মকর্দ্দমাটা থাকৃত ত বেশ হত; বিজয় ব্যাটা একটা আস্ত খট্‌কা, বিলেতে আপিল করেছে—কি খবর আসে কি জানি! আর যাই আসুক, জমিদারির উপসত্ত্ব ভোগ করে' এই ক' বছরে যা' করে' নিয়েছি, দুপুরুষ বসে' খাব।

হরের প্রবেশ

হরে—বাবু, বিলেতের মকর্দ্দমায় আপনার হার হয়েছে।

বিশু—দূর শালা। ব্যাটা যেন খনা কি বরাহ!

হরে—না বাবু, মিছে নয়, বাজারে শুনে এলুম।

বিশু—কে বল্লে বল্ দেখি?

হরে—সবাই। বিজয়বাবুর কাছে খবর এসেছে।

বিশু—যেটা রটে তার কিছু বটে। যদি তাই হয় সাবেক দলিল পত্র গুলো পোড়াতে হবে।

হরে—বাবু, সবাই বল্‌ছে যে তোর বাবুর জেল হবে।

বিশু—হবে হবেই—যাঃ।

[হরের প্রস্থান]

বিশু—হতেও পারে। জাল করেছি এইটা প্রমাণ হ'য়ে থাকে যদি?—আমি ত আর জাল করিনি। নীলমণির দেনা, বড় বাবু সেই দেনা মেটাবার জন্যে আমায় জমিদারী অর্পণ করেছিলেন, আমি নীলমণিকে টাকা দিয়েছি। নীলমণির মাথা খারাপ, এটা ত এখানকার আদালতে প্রমাণ হ'য়ে গিয়েছিল—কি জানি কি হ'ল।

হরের প্রবেশ

হরে—বাবু, গিন্নিমা ডাক্‌ছেন।

বিশু—তুই ব্যাটা বুঝি এই খবর বাড়ীতে দিলি? ব্যাটা দাঁড়কাক আর কি!

[হরের প্রস্থান]

বিশু—তাই ত—নীলমণে ব্যাটার জন্যেই ত এইটা হল, সে ব্যাটাকে সরাতে পার্‌লে ভাল হ'ত। যাই হোক্, সহজে কিছু কর্‌তে পার্‌বে না, বড় জোর জমিদারি ফেরত দেবার হুকুম আস্‌তে পারে। তাই ত—নীলমণে ব্যাটার মাথার দোষ ছিল, এখন ভূতো ব্যাটার যত্নে সেরে গেছে। পাপের পয়সা সুখে স্বচ্ছন্দে ভোগ করা যায় না।

রিভলভার হস্তে নীলমণির প্রবেশ

নীলমণি—বিশু দাদা, পাপের শাস্তি ভগবান্ দেন, আমি উপলক্ষ মাত্র। এবার তোমার আর নিস্তার নাই, মরণকালে ভগবান্‌কে ডাক।

বিশু—ওরে বাবা, এযে যম। ও হরে—

নীলমণি—ঈশ্বর এলেও তোমার রক্ষা নেই। এই

দরজা চেপে দাঁড়ালুম। তোমার বুকের রক্ত আজ চাই। একটা কথা তোমায় জিজ্ঞেস করি, তোমার মনটা এখন কেমন আছে বল দেখি ?

বিশু—ও বাবা ! দোহাই নীলমণি তোমার পায়ে পড়ি, আমায় মেরো না—আমার সর্ব্বস্ব নিয়ে, আমায় জীবন ভিক্ষা দাও।

নীলমণি—হ্যাঁ, এই জন্যেই তোমার জীবন নিতে এসেছি। আমি জানি, যে পাপী তার সর্ব্বস্ব এক-দিকে আর তার নিজের জীবন অপর দিকে। বিশে, লোকের সর্ব্বনাশ কর্‌বার কালে এই প্রাণের ভাবনা কি একবারও ভাবনি—আজ না হয় আমার কাছে জীবন ভিক্ষা চাইছ—আমি মানুষ, তোমায় দয়া কর্‌লেও কর্‌তে পারি, কিন্তু যম ত তোমার কথা শুন্‌বে না—তখন তোমার এই বিষয় কোথায় থাক্‌বে ?

বিশু—দোহাই বাবা, আমায় রক্ষা কর। তুমিই যম—

নীলমণি—যা ; তোকে আমি ক্ষমা কর্‌লুম (পদাঘাত) একদিন টাকার শোকে পাগল হয়েছিলুম, আজ দেখ্‌ছি টাকার চেয়েও এক জিনিষ আছে, সেটা

জীবন। এই জীবনটা কিসে উন্নত হ'তে পারে, তার জন্যে পাগল হ'লে কিছু হতে পারে।

ভূতনাথ, দারোগা, কনেষ্টবল প্রভৃতির প্রবেশ

ভূতনাথ—এই যে নীলমণি, তোমায় কত খুঁজ্‌ছি। বিজয়বাবুর দয়ায় বড়বাবু জিতেছেন। বিশে ব্যাটার বিশ্বাস ঘাতকতার পুরস্কারস্বরূপ দারোগা-বাবু এই হাত কড়ি নিয়ে এসেছেন।

বিশু—মৃত্যুই শ্রেয়—মৃত্যুই শ্রেয়—[প্রস্থান]

(নেপথ্যে বন্দুকের শব্দ)

ভূতনাথ—কি সর্ব্বনাশ!

(নেপথ্যে বিশু—জল, জল।)

দৃশ্যান্তর

মাটিতে শুইয়া বিশু, নীলমণি, ভূতনাথ প্রভৃতি

ভূতনাথ—কণ্ঠনালিটা একেবারে উড়ে গেছে। দারোগা বাবু, মিছে, পাল্কীর যোগাড় দেখুন।

[দুইজন কনেষ্টবলের প্রস্থান]

নীলমণি—কি আশ্চর্য্য, পূর্ব্বক্ষণে যে মৃত্যুর ভীষণ মূর্ত্তি দেখে ত্রাসে আত্মহারা হয়েছিল, সে মরণকে আলিঙ্গন কর্‌লে—একেই বলে নিয়তি !

পঞ্চম দৃশ্য

সাধারণ সভাগৃহ

ধীরেন্দ্র, সুধীর ও সমবেত জনসঙ্ঘ

(দুইটি অল্পবয়স্ক বালক ধীরেন্দ্রনাথের গলায় মালা পরাইয়া দিলে পর)

সকলে—বল সবে, জয় সত্যের জয়—জয় সত্যের জয়।

ধীরেন্দ্র—আমি ক্ষুদ্র জন, এ হেন সম্মান শোভে
না কখন মোরে। ভ্রাতৃগণ ! তোমাদের
শ্রদ্ধা ভক্তি অনুরাগ মাখা হৃদয়ের
সরল বচন—মোরে সৎকার্য্যে করে
উৎসাহিত—অবসাদ দূর করে' দেয়।
আজি চলিতেছি সব ছেড়ে—প্রিয়
জন্মভূমি, বাল্য সহচর, আত্মীয় স্বজন,
গুরুজন আদি—হ'তে পারে এই শেষ।

জীবনসংগ্রামে আর না ফিরিতে পারি,
কিন্তু গুরুকৃপা বড় বলবান্, রেখে
যাব গুরুর মহিমা—জটিল ধর্ম্মের
নীতি সরল শিশুর কাছে বোধগম্য
হবে। বন্ধুগণ! সম্মুখে উঠিছে সূর্য্য,
তরুণ কিরণে আলোকিত হবে বঙ্গ-
ভূমি—এত যে আঁধার নিমেষে ঘুচিয়া
যাবে—মুগ্ধ নেত্রে রহিবে বসিয়া, আজি
যারা হা হুতাশে ভরায় গগন তল
দিব্য চক্ষে দেখিতেছি আজি, আসিতেছে
বড় শুভদিন, নবশক্তি স্বর্গ হ'তে
আসিছে নামিয়া। হিমালয়শির রাঙা
হ'য়ে শোভিছে সুন্দর, দেবীর চরণ-
স্পর্শে; জননী আসিছে ছুটে সন্তানের
নীরব ক্রন্দনে বেদনা পাইয়া বুকে।
ওরে ওরে ভীরু সব বাঙালীর ছেলে
ওঠ্ ওঠ্ মনের দৌর্ব্বল্য ছেড়ে। মাভৈঃ
মায়ের মুখে, শক্তি মূর্ত্তি সিংহ পৃষ্ঠে
দিব্যায়ুধ জননীর করে—শমনের

ভয় আর কি করিতে আছে ?—পান কর
মহাশক্তি সুধা। আমি যাই সিন্ধু পারে
এ মহাবারতা প্রচার আমার ভার—
দেবতার বাণী জগতে শুনায়ে আসি।
বিদায় আমারে তবে—এক জননীর
আমরা সন্তান, স্নেহডোরে বাঁধা আছি—
এত কভু ভুলিবার নহে! ভাই সব
বিদায় এখন।

সকলে— জয় সত্যেরই জয়।

(সকলে প্রস্থানের উদ্যোগ করিতেছে, কেহ কেহ প্রস্থানও করিয়াছে—এমন সময়ে)

নীলমণি ও ভূতনাথের প্রবেশ

নীলমণি—ভূতো দা, তুই ঐদিকটা আগ্‌লা, আমি এদিকে আছি—আর যায় কোথা ?

ভূতনাথ—(নতজানু হইয়া) বড়বাবু, বড়বাবু, অনেক কষ্টে মকর্দ্দমা জিতেছি, বাড়ি চল, সোণার রাজত্বে বাস কর্‌বে—বুড়ো বয়সে ভূতনাথকে আর কষ্ট দিও না।

ধীরেন্দ্র—কে তুমি ? ভূতনাথ ! পিতৃ স্থানে তুমি হে
বৃদ্ধ, হে প্রতিপালক আমারে করহ
ক্ষমা, দেবাদেশে চলেছি সংসার ত্যজি,
আর আমারে কাঞ্চনে ভুলায়োনা

ভূতনাথ—সে কি বড় বাবু ! লক্ষ টাকার জমিদারি, তুমি এই বেশে কোথায় যাবে ? লক্ষ্মী বাবা, বুড়োর মাথায় বজ্রাঘাত কোরো না। বিশে সরকার আত্মহত্যা করেছে—বিলেত হ'তে তোমার বিষয়ের অধিকারী হয়েছ, অগাধ টাকা কড়ি, খাসা মেয়ে দেখে বিয়ে দেব—বোসেদের সংসার আবার জ্বল্ জ্বল্ কর্‌বে—বুড়ো হাস্‌তে হাস্‌তে সুখে মর্‌বে।

ধীরেন্দ্র—কামিনী কাঞ্চন আর কি ভুলাতে পারে ?
ভূতনাথ বুঝিয়াছি সব কথা। অর্থে
আর নাই প্রয়োজন ! যাও তুমি মম
পুরে, সে রাজ্যের রাজা তুমি, তোমা হ'তে
অপব্যয় নাহি হবে, হে প্রতিপালক !
রেখো মনে, ভারতের যত নরনারী
একসূত্রে বাঁধা সবে, একই প্রসূতি

সবাকার—ভিন্ন ভাব ভেবনা কখন।
অন্নহীনে প্রচুর আহার দিও, বস্ত্র-
হীন জীর্ণ কানি যাহার সম্বল, নব
বস্ত্রে শোভিও তাহার অঙ্গ, রুগ্নজনে
তুষিও সেবায়, পতিহীনা অবলায়
যত্নে রেখো অন্নবস্ত্রদানে, অতিথিরে
কোরো না বিমুখ ; বিষয়-বিভব দেশ-
হিতে যেন হয় ক্ষয়। আসি তবে ওগো
সুহৃদ, করিও এমন কার্য্য তাহার
চিহ্ন যেন রহে গাঁথা ধরিত্রীর বুকে,
যত দিন চন্দ্র সূর্য্য পরকাশ হবে।

সকলে—বল সবে জয় সত্যের জয়, জয় সত্যের জয়।

[ভূতনাথ ও নীলমণি ব্যতীত সকলের প্রস্থান]

নীলমণি—ভূতো দা, চোখের সাম্‌নে ভোজবাজির কত কি একটা হ'য়ে গেল বল দেখি ?

ভূতনাথ—নীলমণি, বড়বাবুর মাথা সত্যই খারাপ হ'য়ে গেছে, অগাধ সম্পত্তি হেলায় হারালে।

নীলমণি—ভূতো দা, আগে ভাব্‌তুম আমিই বুঝি মুখ্যু কিছু বুঝি না, এখন দেখ্‌ছি আমার চেয়ে আরও

মুখ্যু আছে, সে তুমি। বড়বাবু যা বলে' গেলেন আমার আঁতে আঁতে লেগে গেছে। পাপের ভিতর দিয়ে চলে' অনেক রহস্য দেখ্‌লুম। জীবন কিছু নয়, ধন কিছু নয়, মান কিছু নয়, কিছু কেবল সৎকার্য্য। এখন বুঝেছি ভগবান্‌কে যদি ভাল-বাস্‌তে হয়, সে লোককে জগৎকে ভালবেসে শিখ্‌তে হবে। ভূতো দা, তুই যা, বড়বাবু যা বলে' গেলেন, তাই কর্‌গে; বাস্তবিক আর দিন কতক বাদে বুঝ্‌তে পার্‌বি জপ তপ সব মিথ্যে, দেশের সেবাই পরমার্থ, কেননা তা দিয়ে দেশ-জননীর পূজা হ'য়ে থাকে। আজ আমার মাথার ভেতর হ'তে একটা রুদ্ধ দরজা হঠাৎ খুলে গেল, একি স্বর্গের বিমল আলো। ভূতো দা, আমায় বিদায় দে, এর চেয়ে আরো মজা আছে, আর একটু এগিয়ে দেখি। [প্রস্থান]

ভূতনাথ—পথের সম্বল নিজের মন—আর কেউ নয়। মন! তোর কর্ত্তাবাবু ছিল, সে এখন কোথায়? বড়বাবুর ভাবনা ভেবে দশ ঘাটের জল এক ঘাটে কর্‌লি, সে বড়বাবু তোর মুখে মুতে দিলে, শেষটায়

নীলমণিকে ভালবাস্‌লি, সে'ও নিজের পথ দেখ্‌লে। এখন তুই কি কর্‌বি? বড়বাবু এক রকম দেশের সেবা কর্‌তে বল্‌লে, কর্‌বার ত আর কিছু নেই, বুড়ো বয়সে তাই কর্‌গে; বোসেদের ভালবেসেছিলি, বোসেদের বংশরত্নের আজ্ঞা মরণকাল পর্য্যন্ত মনে রাখিস্।

[প্রস্থান]

ষষ্ঠ দৃশ্য

পথ

বীরেন্দ্র ও হরেনের প্রবেশ

বীরেন্দ্র—হরেন, আর দেরি করিস্ না—শীগ্‌গির যা, এই হ্যাণ্ডবিলগুলো বিলিয়ে আয়। ফুলের মালা যোগাড় কর্। ধীরেন আঙ্গুল ফুলে কলা গাছ হ'ল। বিলেত যেতে হবে, ছোঁড়াটার ভণ্ডামী ভাঙ্‌তে হবে। যা—যা।

হরেন—প্রেসিডেণ্ট কা'কে করা যায়?

বীরেন্দ্র—দত্ত সাহেব হবে, সে আমি ঠিক করেছি। একটা address আমিই লিখেছি, ডফ্ কলেজের



প্রোফেসার সেটা পড়্‌বে। আজ রাত্রেই রওনা হব। ও ছোঁড়াটা পৌঁছোতে না পৌঁছোতে আমার যাওয়া চাই। মিটিংএ বেশী লোক না হয়, কাগজে দশ হাজার লোকের উপস্থিতি লিখে দিস্‌।

[প্রস্থান]

হরেন—আমার আর কি? দুপয়সা পাওনা নিয়ে ত কথা? ধীরেন বাবু কিন্তু গোখ্‌রো হ'য়ে উঠ্‌ল, তুমি বাবা ঢ্যাম্‌না। বীরেন ঘোষ যাচ্ছ বটে কিন্তু ওর কাছে কল্কে পাবে না। কিছু না থাক, চরিত্র আছে ত? ঐটেই যে পরেশ পাথর; ঠেকালেই সোণা। [প্রস্থান]

———

সপ্তম দৃশ্য

কালিমন্দির

নীলমণি

নীলমণি—হাঁ বাবা, এই বটে, পুলক ও পদ্মগন্ধে চারিদিক আমোদিত হ'য়ে আছে, বুড়ী যদি কোথাও থাকে, ত সে এইখানেই। একবার ছুঁতে পার্‌লেই হয়, তাহ'লে আর চোর হবার ভয় থাক্‌বে না।

রামদাসের প্রবেশ

রামদাস—মাগো, বাঁশী আর সাজে না তোমার করে ;
বাঁশীর আহ্বানে জাগিবার ছিল যারা
একে একে উঠেছে বসিয়া, চমকিত
শক্তিমূর্ত্তি হেরি। নয়নে জ্বলিয়া উঠে—
উৎসাহ অনল, পূর্ণ হৃদি পুলক
স্পন্দনে, নিবিড় তামস রাশি নিমেষে
হইল দূর, জগজ্জননী দেবী শক্তি
দেমা! কুহকিনী সহবাসে বীর্য্যহীন
মোরা, নির্ব্বিষ গোখুরা—পদাঘাত সহি
অবহেলে, দংশিবার নাহি শক্তি। ফিরে
দে অমৃতভাণ্ড, মহাবীর্য্য সযতনে
রাখুক সন্তান, কামিনী কাঞ্চন করি
দূরে পরিহার। পুণ্যপীঠ ভারতের
গগন পবন—ব্রাহ্মণের সামগানে
হোক নিনাদিত—সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতা
ঘরে ঘরে হউক প্রচার—জননীর
একই দেউলে কোটী দেবতার পূজা
হোক সমাধান—এক প্রাণ এক মন
এক ধর্ম্মে মহাঐক্য হোক প্রতিষ্ঠিত।

নীলমণি—দেবতা এই বটে,অধমতারণ এই বটে। দোহাই বাবা, আমি মহাপাপী, আমায় তরাতে হবে।

রামদাস—এস তুমি! মহাপাপী? কোথা পাপ কোথা
পুণ্য? আত্মা স্বচ্ছ দর্পণের মত, মলা
হীন রহে নিরন্তর—ভগবানে চাহে
যেই ব্যাকুল অন্তরে। নরকের দ্বার
হ'তে ফেরে পাপী পুণ্যের মন্দিরে, উর্দ্ধ
পানে বারেক চাহিলে পরে—এস তুমি
মায়ের দুরন্ত ছেলে, জননীর কোলে
ভাল মন্দ ছোট বড় সবই সমান।

নীলমণি—হাঁ বাবা, ঠিক ধরেছি। পরিত্রাতা, মুক্তিদাতা, ইহকাল পরকাল, সবই তুমি আমার। তোমার শ্রীমূর্ত্তির ভিতর দিয়েই, আমার মনে হচ্ছে, ব্রহ্মাণ্ড-জননীর দেখা পাব।

রামদাস—ওয়ি মাতঃ,—এ ক্ষুদ্র আধারে, তোর
বিশ্বরূপ, তোর অনন্ত ঐশ্বর্য্য এ উন্মাদ
দেখিবারে চায়? আরে আরে বোধহীন
শিশু—অয়স্কান্ত মৃৎপাত্রে উজলিয়া
উঠে কভু? এ যে দেখি উন্মাদ কল্পনা!

নীলমণি—ও সব অলঙ্কার রূপক আমি জানিনা বাবা। চোখের একবার দেখা-শুনায় তোমায় চিনেছি, জেনেছি। এ জীবনে আর কিছু জান্তে চাই না।

রামদাস—কিন্তু তাই কি ?

নীলমণি—তাইই। এই আমার স্বর্গ, এই আমার বৈকুণ্ঠ, এই আমার ভগবান্।

ধনাক্ষ্যাপার প্রবেশ

ধনা— (গান)

শ্যামসুন্দর রূপ মনোহর, অধমতারণ প্রেমিক হে।
উষা সমাগমে এসেছ ভুবনে, জাগাতে জগতে রসিক হে ॥
ত্রিভঙ্গিম ঠাম, ছিল কি সুঠাম ; বনমালা গলে দুলিত যবে।
পীতধড়া পরে', মধুর বংশীসুরে, পাগল করিয়া তুলিলে ভবে ॥
সে কথা হিয়ায় আছে, এমনি এসে ধরমে রেখে
যুগে যুগে তুমি হিয়ায় আছ।
মহিমা তোমার ওহে অন্তর্য্যামি.
বাক্ যে ফুরায় কি কহিব আমি ?
বুঝিতে না পারি কি লীলা তোমারি
বহে আঁখি বারি হরি হে ॥

আমায় বলে' দাও, তোমার লীলার কথা জানায়ে দাও
আমায় হাসি মুখে তুমি বিদায় দাও
আমি হাস্‌তে হাস্‌তে চলে' যাই
ওহে পুরুষ প্রবর হে ॥

রামদাস—ধনেশ্বর ?

ধনেশ্বর—বাবা, আর না, জেগেছে তোমার ছেলেরা জেগেছে। আর না, আমায় বিদায় দাও।

যবনিকা

ভ্রম সংশোধন

১৬	পৃষ্ঠার	১৫	লাইনে	ধীরেন	স্থলে	বীরেন
২৫	„	শেষ	„	লেব	„	নেব
২৭	„	১৬	„	নিমিষে	„	নিমেষে
৪৩	„	১০	„	ভার	„	ভাব
৫৮	„	১৮	„	হায় হায় কুলে,	„	হায় হায়, কুলে
৭২	„	৭	„	করবে না	„	করবেন।
৭৬	„	২	„	are	„	is
৭৬	„	১১	„	imancipation	„	emancipation
৭৭	„	শেষ	„	has	„	have
৭৮	„	১৪	„	god	„	God
৭৮	„	১৬	„	Unpanished	„	Upainshad
৮০	„	৯	„	টাকার	„	টাকায়
৮৯	„	১৭	„	রচেচে	„	রচেছে
১১১	„	শেষ	„	সঞ্চয়ি	„	সঞ্চারি
১১৩	„	শেষ	„	আছে।	„	আছে!
১১৪	„	১০	„	ছুড়ি	„	ছুঁড়ি
১২৯	„	৯	„	দেমা	„	দে মা


উদ্বোধন
প্রবর্ত্তক
পাব্লিশিং হাউস


উদ্বোধন
প্রবর্ত্তক
পাব্লিশিং হাউস